বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৪-২০২৫

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
EXPORT PROMOTION BUREAU

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো | EXPORT PROMOTION BUREAU

Export Promotion Bureau
Bangladesh

সম্পাদকীয় পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব মোহাম্মদ হাসান আরিফ
ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

পৃষ্ঠপোষক

জনাব বেবী রাণী কর্মকার
মহাপরিচালক
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সম্পাদক

জনাব মাহমুদুল হাসান
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সদস্য

জনাব মোহাম্মদ ওয়ারেছ হোসেন
পরিচালক (উপসচিব)
মেলা ও প্রদর্শনী বিভাগ
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সদস্য

জনাব মোঃ শাহজালাল
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বস্ত্র বিভাগ
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

জনাব আবু মোখলেছ আলমগীর হোসেন
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগ
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

জনাব কুমকুম সুলতানা
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
পণ্য উন্নয়ন বিভাগ
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি:

শেখ বশিরউদ্দীন
উপদেষ্টা
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ২০২৪–২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে—এটি সত্যিই একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই প্রতিবেদনে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সহজীকরণ ও প্রসারে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও উদ্যোগসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রতিবেদন প্রকাশে নিয়োজিত সকলের প্রচেষ্টার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের রপ্তানি খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বজায় রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে বাংলাদেশ রপ্তানিনির্ভর প্রবৃদ্ধি কৌশল অনুসরণ করছে। ফলে এই প্রবৃদ্ধি বাস্তবায়নে রপ্তানি উন্নয়ন একটি কেন্দ্রীয় গুরুত্বের বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রতিযোগিতামূলক মূল্য ও মানের কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত বর্তমানে বিশ্ব ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের কাছে একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক সরবরাহ উৎস হিসেবে স্বীকৃত। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে ইপিবি রপ্তানি ও ব্যবসা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণ ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইপিবি রপ্তানিকারকদের সম্ভাব্য ক্রেতাদের সঙ্গে সংযুক্ত করা, বাজার তথ্য সরবরাহ এবং পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্যকরণে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশের ইতিবাচক ব্র্যান্ডিং ও ভাবমূর্তি গড়ে তোলা এবং রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও ইপিবি অবদান রাখছে।

আমি বিশ্বাস করি, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪–২০২৫ রপ্তানিকারক, নতুন উদ্যোক্তা, গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে আগ্রহী সকলের জন্য একটি মূল্যবান তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করবে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪–২০২৫ সফলভাবে প্রকাশের জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই এবং এই প্রকাশনার সর্বোত্তম ব্যবহার কামনা করি।

(শেখ বশিরউদ্দীন)

মাহবুবুর রহমান
সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ২০২৪–২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে—এ কথা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশা করি, এই প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মূল্যায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশের রপ্তানি খাত জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বাজার বৈচিত্র্যকরণ এবং টেকসই উন্নয়নের চাহিদার প্রেক্ষাপটে, দেশের রপ্তানি আয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২০২৪–২০২৫ অর্থবছরে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সরবরাহ ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ এবং পণ্যমূল্যের ওঠানামা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রপ্তানি খাত ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তৈরি পোশাক খাতের টেকসই সাফল্যের পাশাপাশি কৃষিপণ্য, প্রকৌশল পণ্য, চামড়া, প্লাস্টিক এবং হোম টেক্সটাইলসহ আরও কয়েকটি খাত ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় রেখেছে। এই সাফল্য উদ্যোক্তাদের দূরদর্শিতা, শ্রমিকদের নিরলস প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা, নীতিগত সহায়তা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টিতে সরকারি–বেসরকারি অংশীদারিত্বের সম্মিলিত উদ্যোগের ফল।

ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণ এবং রপ্তানি তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, নতুন বাজার অনুসন্ধান, রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ, বিদেশে বাণিজ্য মিশন প্রেরণ এবং রপ্তানি-সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ইপিবি বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং দেশের রপ্তানি সক্ষমতা সুদৃঢ়করণে অবদান রেখে চলেছে। পাশাপাশি, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমাজকে উৎসাহিত করা এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলায় সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সফল ও খ্যাতিমান রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করতে ইপিবি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করে এবং সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড ইস্যু করে।

আমাদের লক্ষ্য হলো টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রযুক্তিনির্ভর রপ্তানি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা, যা দেশের উন্নয়ন যাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আগামী দিনে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য আরও বিকশিত হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র বার্ষিক প্রতিবেদনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি এবং এ কাজে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মাহবুবুর রহমান)

মোহাম্মদ হাসান আরিফ

ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)

বাণী

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের প্রধানতম প্রকাশনা, যেখানে দেশের রপ্তানি উন্নয়নে ইপিবি-এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও উদ্যোগসমূহ তুলে ধরা হয়। গত এক বছরের অর্জন পর্যালোচনার পাশাপাশি, সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সুস্পষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করাও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বাংলাদেশের রপ্তানি খাত-যা জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি-পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ৮% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই স্থিতিস্থাপকতা উদ্যোক্তাদের দূরদর্শিতা, শ্রমিকদের নিষ্ঠা, সহায়ক নীতিমালা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ফল। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সরবরাহ শৃঙ্খলের পুনর্বিন্যাস, টেকসই উন্নয়নের চাহিদা ও ভোক্তা প্রবণতার পরিবর্তনের কারণে উদ্ভাবন, পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্যকরণ এবং ডিজিটাল রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। এই প্রেক্ষিতে, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ ও উন্নত দেশের পথে এগিয়ে যেতে বাংলাদেশকে একটি নির্ভরযোগ্য ও স্থিতিশীল বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইপিবি কৌশলগত নীতি উপকরণ ও সুস্পষ্ট অগ্রাধিকার নির্ধারণের মাধ্যমে রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- **বিশ্বব্যাপী প্রভাবের জন্য বাণিজ্য মেলা সংগঠন**-ইপিবি বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণকে নতুনভাবে রূপ দিচ্ছে, যাতে বাংলাদেশি উৎপাদক ও বৈশ্বিক ক্রেতাদের মধ্যে আরও গভীর সংযোগ তৈরি হয়। বৈশ্বিক পরিসরে, ওসাকা এক্সপো ২০২৫ (১৩ এপ্রিল-১৩ অক্টোবর)-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ দেশের স্থিতিস্থাপকতা, যুব-নেতৃত্বাধীন উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে। দেশীয় পর্যায়ে, গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো ২০২৫ (১-৩ ডিসেম্বর, ঢাকা) আটটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বৈশ্বিক ক্রেতা, বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় শিল্পকে একত্রিত করবে-যার লক্ষ্য বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বাংলাদেশকে একটি বিশ্বস্ত সোর্সিং হাব হিসেবে সুদৃঢ় করা এবং শিল্প উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা। একই সঙ্গে, দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য মেলা হিসেবে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) একটি গতিশীল ব্যবসায়িক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, যা বৈশ্বিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা তুলে ধরছে।
- **রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ ও পণ্য উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ**-উচ্চ সম্ভাবনাময় পণ্য শনাক্তকরণ, উন্নয়ন ও প্রচারে ইপিবি তার কার্যক্রম জোরদার করছে। এর মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক বাজার তথ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য জোরদার এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) ও নতুন রপ্তানিকারকদের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান সহায়তা প্রদান, যাতে তারা আন্তর্জাতিক বাজারে সফল হতে পারে।
- **নীতি গবেষণা ও অংশীজন সম্পৃক্ততা**-শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক ও বাণিজ্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে কাঠামোবদ্ধ পরামর্শের মাধ্যমে আমরা রপ্তানি নীতি ২০২৪-২০২৭ অনুযায়ী সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও বিশেষ উন্নয়ন খাতসমূহের জন্য বাস্তবভিত্তিক নীতিগত সুপারিশ প্রণয়ন করছি। এসব উদ্যোগ সময়োপযোগী সংস্কারকে সহায়তা করবে এবং প্রবৃদ্ধির নতুন পথ উন্মুক্ত করবে।
- **ডিজিটাল রূপান্তর ও বাণিজ্য সুবিধাকরণ**-স্বয়ংক্রিয়করণ আমাদের সেবা প্রদানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। সার্টিফিকেট অব অরিজিন থেকে শুরু করে প্রণোদনা ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ-সব ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের জন্য প্রক্রিয়াগত জটিলতা কমিয়ে দক্ষতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।
- **বিশ্বব্যাপী 'ব্র্যান্ড বাংলাদেশ' গড়ে তোলা**-পোশাক খাতসহ অন্যান্য খাতে আমাদের সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে ইপিবি প্রকাশনা, ডিজিটাল প্রচারণা ও সুপরিকল্পিত প্রোমোশনাল উপকরণের মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম আরও জোরদার করবে। বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের সৃজনশীলতা, স্থিতিস্থাপকতা ও সক্ষমতা তুলে ধরে আমরা বাংলাদেশকে মান ও উদ্ভাবনের একটি কেন্দ্র হিসেবে বৈশ্বিক স্বীকৃতি দিতে চাই।
- **কৌশলগত জোট ও অংশীদারিত্ব**-সহযোগিতার গুরুত্ব অনুধাবন করে, ইপিবি আন্তর্জাতিক ট্রেড প্রমোশন অর্গানাইজেশন (টিপিও), উন্নয়ন সহযোগী এবং বৈশ্বিক শিল্প অংশীজনদের সঙ্গে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণ করবে, যাতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নেটওয়ার্কে একটি সক্রিয় ও বিশ্বস্ত অংশগ্রহণকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।
- **দক্ষতা উন্নয়ন**-রপ্তানি খাতকে আরও শক্তিশালী করতে ইপিবি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে। এর মাধ্যমে পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্যকরণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ, বৈশ্বিক বাণিজ্য বিধি ও কমপ্লায়েন্স, ডিজিটাল বাণিজ্য সুবিধাকরণ, সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, ব্র্যান্ডিং ও মাননিশ্চয়তা, টেকসই উৎপাদন এবং পরিবর্তনশীল ভোক্তা প্রবণতা বিষয়ে রপ্তানিকারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

ইপিবি, বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। তবে সামনে এগিয়ে যেতে হলে নতুন প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন-উদ্ভাবনকে গ্রহণ করা, বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং সংস্কার ত্বরান্বিত করা-যাতে বাংলাদেশকে একটি বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি শক্তিধর দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

(মোহাম্মদ হাসান আরিফ)

সূচিপত্র

ভূমিকা: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	০৯
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালনা পর্ষদ	১০
নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগ	১২
পণ্য উন্নয়ন বিভাগ	২৫
মেলা ও প্রদর্শনী বিভাগ	৩২
তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ	৩৫
প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ	৩৬
আইসিটি সেল	৩৯
বস্ত্র বিভাগ	৪২
রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণ প্রকল্প	৪৪
আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৪৫
আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা	৪৬
আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী	৪৭
শাখা কার্যালয়, সিলেট	৪৭
শাখা কার্যালয়, কুমিল্লা	৪৯
শাখা কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	৫০
ফটো গ্যালারি	৫১

বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার, পূর্বাচল (বিগ ওয়েভ)

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

ভূমিকা

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যা দেশের রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডে নিয়োজিত। প্রতিষ্ঠানটি সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্য থেকে ২২ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী/বাণিজ্য উপদেষ্টা পদাধিকারবলে ২২ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এই বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান। এছাড়াও ব্যুরোর দুইজন মহাপরিচালকসহ শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, পররাষ্ট্র, বস্ত্র ও পাট, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বেপজা, ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি এ পর্ষদের সদস্য। অধিকন্তু বেসরকারি খাতের চেম্বার, শিল্প ও বাণিজ্যে প্রতিনিধিত্বকারী ছয়জন সদস্যকে তিন বছর মেয়াদে উক্ত পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নিযুক্ত করা হয়।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কার্যাবলী

১) বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স, রপ্তানিকারক সমিতি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভাগ এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে রপ্তানি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তাকরণ;

২) রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পণ্য বহুমুখীকরণ, পণ্য উন্নয়ন এবং পণ্য উপযোগিকরণ সম্পর্কিত কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে রপ্তানিকারকগণকে সহায়তা প্রদান;

৩) রপ্তানি পণ্যের নতুন বাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন রপ্তানিকারক সমিতির সহায়তায় মার্কেটিং মিশন ও ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন;

৪) রপ্তানি বিষয়ক তথ্য সরবরাহ এবং পণ্য উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বিষয়ে রপ্তানিকারকদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে জাতীয় রপ্তানি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন;

৫) রপ্তানি পণ্য ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক মেলায় অংশগ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ;

৬) বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তির আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তিতে Competent Authority হিসেবে Certificate of Origin ইস্যু, মনিটরিং, বাণিজ্য বিরোধ নিস্পত্তি, ভেরিফিকেশন-এর প্রশাসনিক কার্যক্রমে সহায়তার দায়িত্ব পালন;

৭) বাংলাদেশি রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ব্যাপক প্রচারণার লক্ষ্যে পণ্য ভিত্তিক ব্রশিউর, পোস্টার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নির্দেশিকা, এক্সপোর্ট ডাইরেক্টরী, বার্ষিক প্রতিবেদন, রপ্তানি পরিসংখ্যানসহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় এবং তথ্য বহুল প্রকাশনা প্রকাশ;

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর নির্মাণাধীন সদর দপ্তর ভবনের স্থাপত্য বিষয়ক ছবি

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালনা পর্ষদ

০১ **জনাব শেখ বশিরউদ্দীন**
মাননীয় উপদেষ্টা
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: চেয়ারম্যান

০২ **জনাব মোহাম্মদ হাসান আরিফ**
প্রধান নির্বাহী (অতিরিক্ত সচিব)
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: ভাইস-চেয়ারম্যান

০৩ **জনাব মোঃ আবদুর রহিম খান**
অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি)
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

০৪ **প্রতিনিধি**
সদস্য (শুল্ক: নীতি ও আইসিটি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, প্লট-এফ, ১/এ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

০৫ **প্রতিনিধি**
সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন)
বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ
বেপজা কমপ্লেক্স, বাড়ি নং-১৯/ডি, রোড নং-৬, ধানমন্ডি আ /এ, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

০৬ **প্রতিনিধি**
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

০৭ **প্রতিনিধি**
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
আইসিটি টাওয়ার, ই-১৪/এক্স, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

০৮ **প্রতিনিধি**
নির্বাহী সদস্য
(মার্কেটিং এন্ড কমিউনিকেশন)
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
ই-৬/বি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

০৯ **প্রতিনিধি**
অতিরিক্ত সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

১০ **প্রতিনিধি**
মহাপরিচালক
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি বিভাগ
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

১১ **প্রতিনিধি**
যুগ্মসচিব (মৎস্য অধিশাখা)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

১২ **প্রতিনিধি**
যুগ্মসচিব (বন অধিশাখা)
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

১৩ **প্রতিনিধি**
যুগ্মসচিব ও মহাপরিচালক (বীজ)
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

১৪ **প্রতিনিধি**
সদস্য (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন
১ম ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন
(১০ ও ১২ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

১৫ **প্রতিনিধি**
নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)
বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

১৬ **প্রতিনিধি**
প্রশাসক
দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স
অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

১৭ **জনাব এ. কে. আজাদ**
সাবেক সভাপতি (এফবিসিসিআই) ও
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হামিম গ্রুপ
ফোনিক্স টাওয়ার (৪র্থ তলা),
০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২১৫

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

১৮ **জনাব মাহমুদ হাসান খান**
সভাপতি
বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স
এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)
বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, হাউস# ৭/৭এ, সেক্টর # ১৭,
ব্লক # এইচ-১, উত্তরা, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

১৯ **সভাপতি**
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফট্ওয়্যার ইনফরমেশন
সার্ভিসেস (বেসিস)
বিএসআরএস ভবন (১৫ তলা),
১২, কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

২০ **জনাব তাসকীন আহমেদ**
সভাপতি
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (ডিসিসিআই)
৬৫-৬৬, মতিঝিল বা/এ (২য় তলা), ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

২১ **জনাব কামরান টি রহমান**
সভাপতি
মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স
এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)
১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য

২২ **জনাব বেবী রাণী কর্মকার**
মহাপরিচালক
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা

পর্ষদে অবস্থান: সদস্য-সচিব

নীতি পরিকল্পনা বিভাগ

রপ্তানি খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের একটি প্রধান চালিকাশক্তি। এই খাতকে যথাযথ দিকনির্দেশনা ও প্রণোদনা প্রদানের জন্য সরকার সময়োপযোগী রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে।

এই নীতিগুলো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নীতি পরিকল্পনা বিভাগ সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে। রপ্তানি কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন—উভয় ক্ষেত্রেই এই বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য খাতভিত্তিক কর্মসূচি ও নির্দিষ্ট সময়সীমাভিত্তিক অগ্রগতিকে কেন্দ্র করে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়। ডিজিটালাইজেশন ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে রপ্তানি পরিসংখ্যান স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকলন করা হয় এবং এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অংশীজনদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এছাড়াও খাতভিত্তিক তথ্য ও প্রবণতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে রপ্তানি আয় হ্রাসের কারণ চিহ্নিত করতে এই বিভাগ সরকারকে সহায়তা করে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের ট্রেড প্রমোশন অর্গানাইজেশন (টিপিও)-এর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেও এই বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তিসহ বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত নীতি ও বিধিবিধানে এই বিভাগ প্রয়োজনীয় মতামত ও তথ্য সরবরাহ করে। জাতীয় রপ্তানি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (এনইটিপি)-এর আওতায় দেশব্যাপী সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়, যার মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা নতুন বাজারে প্রবেশ, পণ্যের মান বজায় রাখা ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হয়।

রপ্তানি প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও দ্রুততর করতে নীতি পরিকল্পনা বিভাগ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ই-সার্টিফিকেট এবং ট্রেসেবিলিটি সিস্টেমের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে সেবাসমূহ আধুনিক ও সহজীকরণে কাজ করে যাচ্ছে।

নীতি পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান কার্যক্রম (সংক্ষেপে)

নীতি শাখা:

পণ্য বহুমুখীকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য ব্যবসা বান্ধব নীতি প্রণয়নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নীতি শাখা সরকারকে সহায়তা প্রদান করে আসছে। নীতির শাখার অন্যতম কাজ হচ্ছে রপ্তানি নীতি প্রণয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করা। বাণিজ্য সহায়ক সংস্থা কর্তৃক ব্যবসাকে সহজীকরণের জন্য বিভিন্ন ধরণের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ সকল নীতিমালার উপর যথাযথ ফিডব্যাক এবং ইনপুট প্রদানের মাধ্যমে নীতি শাখা ব্যুরোর বুদ্ধি বৃত্তিক কাজ সম্পাদন করে থাকে। বাজার এবং পণ্যের ধারণা পত্র তৈরীর মাধ্যমে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রণয়নে এ শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক প্রদত্ত বাজার অগ্রাধিকারমূলক সুবিধার অধীন প্রণীত রুলস অব অরিজিন পর্যালোচনা করে এর সুবিধাদি ব্যবহারের বিষয়ে অংশীজনকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করাও এ শাখার অন্যতম প্রধান কাজ। নীতি শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ প্রণয়ন:

বিশ্ব বাণিজ্য প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রতি ০৩ বছর অন্তর রপ্তানি নীতি প্রনয়ণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমেই রপ্তানি নির্ভর হয়ে উঠছে। দেশের রপ্তানি খাতকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা, সার্কুলার অর্থনীতি মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন এবং নতুন বাজার ও পণ্যের চাহিদা বিবেচনায় রেখে রপ্তানি নীতি ২০২৪-২০২৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিতে পোশাক শিল্পের পাশাপাশি নতুন খাত যেমনঃ নন কটন তৈরী পোষাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, তথ্য প্রযুক্তি, কৃষিপণ্য, ঔষধ, হালকা প্রকৌশলী পণ্য, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স খাত, রিসাইকল্ড খাত ইত্যাদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রপ্তানি নীতি ২০২৪-২০২৭ বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণে পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো:

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণ ও শুল্ক প্রক্রিয়াকে দ্রুত আধুনিকায়নে National Single Windows (NSW) চালু করা হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো NSW-এর অনলাইন প্ল্যাটফরমে মাধ্যমে ১৩টি সার্টিফিকেট অব অরিজিন জারীর কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করেছে। বর্তমানে ব্যুরো কর্তৃক সকল প্রকার Preferential Country of Origin Certificate জারীর আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হচ্ছে। সেবা গ্রহীতাদের দ্বারপ্রান্তে সেবা পৌঁছে দিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দ্রততম সময়ের মধ্যে ইলেকট্রনিক সেবা জারীর বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

REX রেজিস্ট্রেশন এবং মনিটরিং/ভেরিফিকেশন কার্যক্রম:

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড এবং তুরস্কে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তিতে স্ব-প্রত্যায়নের মাধ্যমে নিবন্ধিত রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান নিজেরাই Statement on Origin (SoO) ইস্যু করতে পারে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো একটি উন্নত মানের সফটওয়্যারের মাধ্যমে রপ্তানিকারক, পণ্য রপ্তানির তথ্য, পণ্যের গন্তব্য, দেশ, পণ্যের মূল্য সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিত মনিটরিং করছে। এছাড়াও ইইউসহ অন্যান্য আমাদানি দেশের কাস্টমস কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য (রুলস অব অরিজিন প্রতিপালনসহ স্থানীয় মূল্য সংযোজন) যাচাইপূর্বক রিপোর্ট প্রেরণ করে থাকে।

অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা:

EU, UK, Japan সহ অন্যান্য দেশ কর্তৃক বাংলাদেশের অনুকূলে অগ্রধিকারমূলক বাজার সুবিধা অব্যাহত রাখার বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য বাণিজ্য সহায়ক সংস্থার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া আফ্রিকা অঞ্চলে রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে 'বাংলাদেশ জাম্বিয়া বিজনেস ফোরাম' শীর্ষক ফোরাম আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশী পণ্য ভারতে রপ্তানিতে বিধিনিষেধ:

বাংলাদেশী পণ্য ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত সরকার কর্তৃক মোট ১৫টি আইটেমের পণ্য RMG, Fruits, Flavoured and Carbonated, Processed Food Items (Baked Goods, Snakes, Chips and Confectionery), Cotton and PVC yarn Waste, Plastic and PVC Finished, Wooden Furniture এবং H.S Code: 530130, 530310, 530390, 530610, 530710, 530720, 530919, 530929, 530010 Jute Items রপ্তানির ক্ষেত্রে স্থল বন্দর এবং বিমান বন্দর সুবিধার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে উল্লেখিত পণ্যসমূহ রপ্তানির ক্ষেত্রে বিরুপ পরিস্থিতি পর্যালোচানা ও করণীয় বিষয়ে নির্ধারণের লক্ষ্যে অংশীজনের মতামতসহ সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে।

LDC চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তৈরী পোশাক খাতের স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়ন:

বর্তমান প্রেক্ষাপট ও LDC Graduation পরবর্তী সময়ে দেশের তৈরি পোশাক খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে প্রতিযোগী

দেশের নীতি/কৌশল বিবেচনায় নিয়ে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে কি ধরণের Policy Support and Incentives প্রদান করা যায় তা নির্ণয়ের জন্য একটি স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

ইস্যুকৃত কান্ট্রি অব অরিজন (সিও) সনদ ভেরিফিকেশন:

রুলস অব অরিজিন-এর উপযুক্ত প্রতিনিধি হিসাবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বাজার অগ্রাধিকারমূলক সুবিধাদি প্রাপ্তির জন্য কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ ইস্যু করে থাকে। পরবর্তীতে উক্ত ইস্যুকৃত সনদের সঠিকতা যাচাই এবং রুলস অব অরিজিন-এর সংশ্লিষ্ট বিধি প্রতিপালন করার বিষয়ে আমদানীকারক দেশের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান পত্র প্রেরণ করে। উক্ত অনুসন্ধান পত্রের প্রেক্ষিতে সনদের সঠিকতা যাচাইপূর্বক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো নিয়মিতভাবে এ ধরনের সেবা অব্যাহত রেখেছে। গত অর্থবছর ২৫০টি সনদের ভেরিফিকেশন এর উত্তর নীতি শাখা হতে প্রদান করা হয়েছে।

আইটিও (ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন) শাখা:

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ট্রেড প্রমোশন সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক কর্মকান্ড প্রসারের মাধ্যমে দ্বি-পাক্ষিক এবং বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের জন্য ব্যুরোর আইটিও শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন এবং ঢাকাস্থ বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের কমার্শিয়াল ইউং এর সাথে রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান প্রদানের মাধ্যমে এ শাখা বাজার সম্প্রসারণ এবং অন্বেষণে অংশীজনকে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। নিম্নে এ শাখার উল্লেখযোগ্য কর্মযজ্ঞ উপস্থাপন করা হ'ল:

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য বিদেশী বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সাথে সভা:

চীনের প্রতিনিধি দলের সাথে B2B ম্যাচমেকিং সভা:

China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-Products (CFNA) এর উচ্চ পর্যায়ের একটি ২০ সদস্যের প্রতিনিধি দল গত ০১-০২ জুন ২০২৫ তারিখ ঢাকা সফরকালে গত ০২ জুন ২০২৫ তারিখ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যসহ Fresh Vegetables উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি B2B (Business to Business) ম্যাচ মেকিং সভায় মিলিত হয়। উক্ত সভায় চীনের সাথে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং তদপ্রেক্ষিতে উভয় দেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদারকরনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

পাকিস্তানের বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সাথে সভা :

গত ০২জুলাই, ২০২৪ তারিখে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ থেকে Pharmaceutical, Cutlery & Utensils and Surgical Instruments আমদানি-রপ্তানির লক্ষ্যে পাকিস্তানের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে ব্যুরোতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাকিস্তানের প্রতিনিধিদল বিভিন্ন পণ্য খাতে বাংলাদেশ থেকে আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সভায় উভয় দেশের প্রতিনিধিগণ তাদের মধ্যে নিয়মিত তথ্য বিনিময় ও যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে মর্মে আগ্রহ প্রকাশ করেন। উক্ত সভার ফলোআপ হিসেবে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি সক্ষমতা বর্ণনা উল্লেখ করে পাকিস্তানের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ:

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি তরান্বিতকরণ এবং দ্বিপাক্ষিক সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার সাথে (Trade Promotion Organization) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পর্তুগালসহ পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য পর্তুগালের বাণিজ্য সংস্থার সাথে (Trade Promotion Organization) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ছাড়া শ্রীলংকান TPO সাথেও সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী অর্থবছর (২০২৫-২৬) মালয়েশিয়ার বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) সহ ASEAN সদস্যভূক্ত আরও দুইটি দেশের TPO এর সাথে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ট্রেড পলিসি রিভিউ:

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ম্যানডেট অনুযায়ী সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশের বাণিজ্য এবং তদসংক্রান্ত নীতিসমূহ পর্যালোচনা এবং গ্লোবাল ট্রেডিং সিস্টেমে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়। বিভিন্ন দেশের ব্যবসায় সংক্রান্ত পলিসি, খাত সংশ্লিষ্ট নীতি এবং সংশ্লিষ্ট দেশের বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কেসম্যক ধারণা লাভের নিমিত্তে trade policy review করা হয়। বিগত অর্থবছরে আইসল্যান্ড,কানাডা, চীন এবংরাশিয়ার ট্রেড পলিসি রিভিউপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে।

TPP (Technical Project Profile) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন :

জাপান সরকারের ২০২৬ জাপানী অর্থবছরে (এপ্রিল ২০২৬ থেকে মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত) বাংলাদেশে কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাপান দূতাবাস হতে প্রকল্প প্রস্তাব আহবান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাপানী অর্থবছর ২০২৬-এর জন্য বর্ণিত আইটেমসমূহে কারিগরি সহায়তার বিষয়ে সংযুক্ত আবেদন ছকে ব্যুরোর কর্মকর্তাদের Capacity Building- প্রস্তাব প্রকল্প প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের করা হয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন এর কার্যক্রম তদারকিকরণ:

নতুন বাজার অন্বেষণ, বিদ্যমান বাজার সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার স্বার্থে বৈদেশিক মিশনসমূহের বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে 'কার্যনির্বাহী কমিটি' গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি বিদেশস্থ বাংলাদেশের ২৩টি বাণিজ্য মিশনে দায়িত্ব পালনরত কমার্শিয়াল কাউন্সিলর এর দাখিলকৃত প্রতিবেদন মূল্যায়নপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে।

সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পণ্যের বাজার বহুমুখীকরণের উদ্যোগ হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় দেশের রপ্তানি পণ্য এবং বাজার বহুমুখীকরণের জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের সম্ভাবনাময়ক্রেতা এবং ভোক্তাদের নিকট বাংলাদেশের তৈরী উন্নত মানের কনভেনশনাল পণ্যসহ জিআই পণ্য ও নন-কনভেশনাল পণ্য (জামদানী, Silk, Jute, Fish, Ceramic, Chemical ডাই বিহীন শাড়ি ইত্যাদি) উপস্থাপনের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই এর বাণিজ্যকেন্দ্রে একটি বিজনেস প্রমোশনস সেন্টার (BPC) স্থাপনের এবং দুবাই এয়ারপোর্টে একটি এন্টেনা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া SME এর মতো ছোট ছোট Manufacturer-দেরকে রপ্তানি বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করার জন্য SME Foundation এবং JDPC হতে CMSME-কে তালিকা সংগ্রহ এবং বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিদেশী মিশনগুলোতে ডিজিটাল ডিসপ্লে সেন্টার বা ডিসপ্লে সেন্টার স্থাপন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মার্কেট ইন্টেলিজেন্স সংক্রান্ত সেবা প্রদান:

মার্কেট ইন্টেলিজেন্স ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে বিদেশী সম্ভাব্য ক্রেতা এবং স্থানীয় রপ্তনিকারকেরা যথাক্রমে নির্ভরযোগ্য সরবরাহ সোর্স, কান্ট্রি ও প্রোডাক্ট ভিত্তিক রপ্তানি এনালাইসিস এবং সম্ভাবনাময় বাজার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে সক্ষম হন। এছাড়া মার্কেট ইন্টেলিজেন্স এর মাধ্যমে রপ্তনিকারকেরা মার্কেট এ্যাকসেস ফ্যাসিলিটি, নগদ সহায়তা সম্পর্কিত তথ্য, রপ্তানি প্রক্রিয়া, মেলা সম্পর্কিত তথ্য এবং রপ্তানিকারকদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

দ্বি-পাক্ষিক কান্ট্রি ব্রিফ প্রণয়নঃ

নতুন বাজার অন্বেষণ এবং বাজার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং পরারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাহিদা প্রেক্ষিতে ব্যুরো হতে এ ধরণের মার্কেট ইন্টিলিজেন্স সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। কান্ট্রি ব্রিফ এর মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বাণিজ্যের ভারসাম্য, রপ্তানি এবং আমদানী চিত্র, শুল্ক ও অশুল্ক সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতা সমন্ধে তথ্যাদি প্রদান করা হয়। গত অর্থ বছর এ বিভাগ কর্তৃক ৭০ (সত্তর) টি দ্বি-পাক্ষিক কান্ট্রি ব্রিফ হালনাগাদ করা হয়েছে।

বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন :

আসামের গৌহাটিতে বাংলাদেশের স্যুভেনির আইটেম প্রদর্শন ও বিক্রয়ের লক্ষ্যে Assam Tourism Development Corporation Ltd (ATDC) কর্তৃক বিনামূল্যে প্রদত্ত ১৩৬ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অনুকূলে প্রদান করা হয়েছে। ভারতের সেভেন সিস্টার্স এ বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টি এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

কমপ্লায়েন্স ইস্যু প্রতিপালন:

ইউরোপীয় ইউনিয়নের Commission Implementation Regulation (EU)-2024/334 এর Domino Effect- এর ফলে দুধ ও ডিম প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সামগ্রী ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশ হতে রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের ডিম এবং দুগ্ধ মিশ্রিত বেকারী/কনফেকশনারী আইটেম/খাদ্য সামগ্রীর রপ্তানি অব্যাহত রাখার স্বার্থে Commission Implementation Regulation (EU)-2024/334 এর আর্টিকেল-৮ সংশোধনীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের করা হয়েছে। কৃষিজাত ও হিমায়িত পণ্যের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য Sanitary and Phytosanitary (SPS) ও Technical Barriers to Trade (TBT) এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ:

শ্রীলংকা দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশ থেকে কাপড় আমদানির আগ্রহ দেখিয়ে আসছে। বর্তমানে শ্রীলংকা Cumulation Notification না করেও বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Cotton Fabric এবং ২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Knit Fabric আমদনি করে। কাজেই LDC Graduation সুবিধা, বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি, শ্রীলংকার রপ্তানিতে বাংলাদেশের ২০% মূল্য সংযোজনের হিস্যার মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং শ্রীলংকার সাথে Regional Cumulation- এর নোটিফিকেশন করার বিষয়ে প্রস্তাবনা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

SAFTA ও SAPTA সনদ electronically জারিকরণ:

SAFTA ও SAPTA Certificate of Origin electronically জারীর বিষয়ে একটি প্লাটফর্ম তৈরী জন্য কারিগারি সহায়তা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ভারতের সাথে আলোচনা শুরু করার জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রস্তাব করেছে।

হালাল পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ :

বাংলাদেশের ১০টি প্রতিষ্ঠান ৮৪টি পণ্যের উপর বিএসটিআই কর্তৃক হালাল সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত। হালাল সার্টিফাইড পণ্যগুলো হলোঃ বিস্কুট, চকোলেট, কেক, নুডুলস, চিপস, গুড়া মসলা, কারি মসলা, বিফ, চিকেন, মাটন, পুরি, সিঙ্গারা, সমুচা, আচার, জ্যাম, জেলি, মধু প্রভৃতি। World Halal Union-এর মতে বিশ্বে ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের হালাল পণ্যের বাজার রয়েছে। উক্ত সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে হালাল পণ্যের বাজার শেয়ার দখলের জন্য হালাল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান ও পণ্যের তালিকাটি মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশের আমাদানিকারক/ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে অবগত করার নিমিত্ত প্রচার করার জন্য বিদেশস্থ ২৩টি বাংলাদেশের বাণিজ্য মিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

জিএসপি শাখা

ব্যুরোর নীতি পরিকল্পনা বিভাগের নন-টেক্সটাইল জিএসপি শাখা হতে অগ্রাধিকার বাজার সুবিধা গ্রহণে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট অব অরিজিন সনদসমূহ ইস্যু করে থাকে:

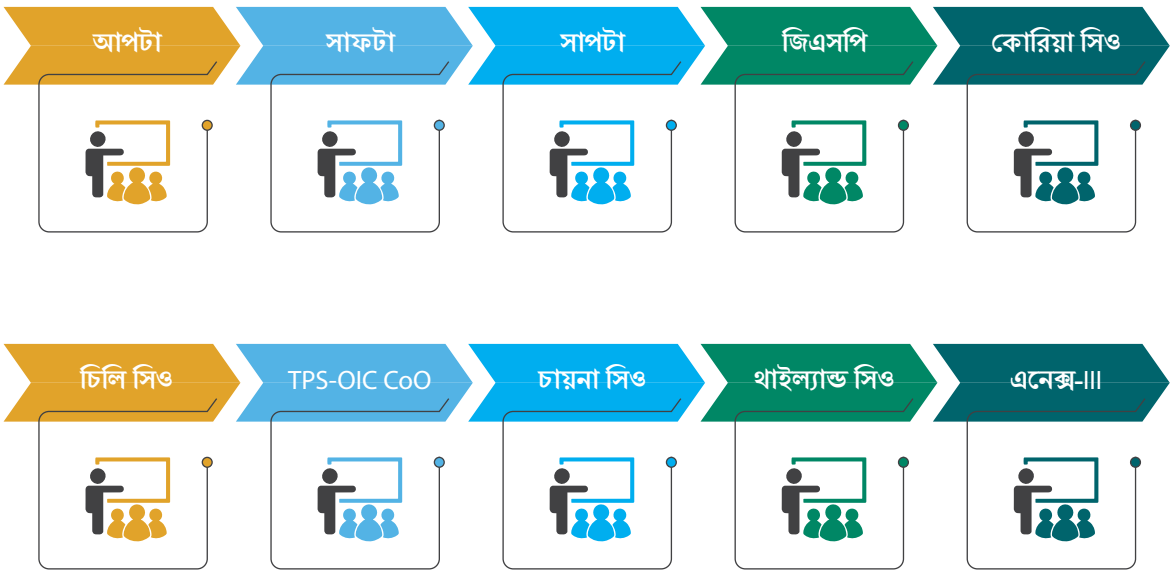

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ব্যুরোর নীতি পরিকল্পনা বিভাগের নন-টেক্সটাইল জিএসপি শাখা হতে অগ্রাধিকার বাণিজ্য সুবিধা গ্রহণে ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট অফ অরিজিন সনদসমূহের বিবরণ:

জেনারেলাইসড সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স (জিএসপি) **৩,৮৪৭টি**	সার্ক প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেডিং অ্যারেঞ্জমেন্ট (সাপটা) **১৪৬টি**	সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া (সাফটা) **২২,০৩৯টি**
এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা) **১৫৯টি**	কোরিয়া সিও **১,০৮২টি**	চায়না সিও **৭,৩৫১টি**
এনেক্স- III **২০টি**	থাইল্যান্ড সিও **১৭টি**	চিলি সিও **০৮টি**
TPS-OIC CoO **০৮টি**	D-8 **০১টি**	মোট **৩৪,৯১৬টি**

মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মানব সম্পদ উন্নয়ন (এইচআরডি) শাখা রপ্তানিকারক ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিশ্ব বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি ও হালনাগাদ বিষয়াদি সম্পর্কে অংশীজনকে অবহিতকরণের জন্য প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় রপ্তানি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর (এনইটিপি) আওতায় সেমিনার/ কর্মশালা আয়োজন করছে। জাতীয় রপ্তানি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মানব সম্পদ উন্নয়ন (এইচআরডি) শাখা কর্তৃক নিম্ন-বর্ণিত প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে:

ক) ২৮.০৮.২০২৪ তারিখে ঢাকায় আয়োজিত **"ASYCUDA World Database-এ আমদানি-রপ্তানি ডাটা সংকলন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ"** শীর্ষক ওয়ার্কশপ।

খ) ০৩.০৯.২০২৪ তারিখে ঢাকায় আয়োজিত **"Market opportunities & challenges of Handicrafts sector"** শীর্ষক সেমিনার।

গ) ২০.১০.২০২৪ তারিখে ঢাকায় আয়োজিত **"আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে আমদানি-রপ্তানির ডাটা সংকলন"** শীর্ষক ওয়ার্কশপ।

ঘ) ০৩-০৫ ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও-৩ শাখা এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় আয়োজিত Dispute Settlement বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

ঙ) ২০-০১-২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে আয়োজিত **"Bangladesh Furniture Industry: Unlocking Export Potential"** শীর্ষক বিশেষ সেমিনার।

চ) ২২-০১-২০২৫ তারিখে ঢাকায় আয়োজিত **"B2B Seminar with Pakistan Delegation"** শীর্ষক সেমিনার।

ছ) ২৩.০১.২০২৫ তারিখে ঢাকায় আয়োজিত **"Food Value Chain Development, Food processing and Food Safety for Potential Borrowers"** শীর্ষক সেমিনার।

জ) ১৪.০৫.২০২৫ তারিখে ঢাকায় আয়োজিত **"বাংলাদেশ-জাম্বিয়া বিজনেস ফোরাম, ঢাকা-২০২৫"** শীর্ষক ট্রেড কনফারেন্স।

পরিসংখ্যান ও গবেষণা সেল

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সেকেন্ডারী ডেটা সংগ্রহ করে ব্যুরোর পরিসংখ্যান সেল/শাখা রপ্তানি সংক্রান্ত ডেটা সংকলন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট প্রণয়ন করে। পণ্য, দেশ, মিশন এবং অঞ্চল-ভিত্তিক পরিসংখ্যান মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, নয়মাসিক এবং বাৎসরিক আকারে সংকলণ করা হয়। এছাড়া রপ্তানি বিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন চেম্বার, ট্রেড এসোসিয়েশন, নিউজ মিডিয়া এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে প্রেরণ করা হয়। পণ্য ও সেবা ভিত্তিক এবং মিশনওয়ারী রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার ব্যাপারে পরিসংখ্যান ও গবেষণা শাখা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের পণ্য এবং সেবা খাত থেকে জাতীয় রপ্তানি আয়ের পর্যালোচনা

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবা রপ্তানি বাবদ ৫৫,১৯১.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়। যা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের রপ্তানি আয় ৫১,১১৪.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চেয়ে ৪,০৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৭.৯৮% বেশি।

এ সময়ে পণ্য ও সেবা খাতের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৫০,০০০.০০ এবং ৭,৫০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর বিপরীতে যথাক্রমে ৪৮,২৮৩.৯৩ এবং ৬,৯০৭.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় হয়েছে।

Value in Mn. US$

Products	Export Target of 2024-25	Export Performance for July-June 2024-25	Export Performance for July-June 2023-24	% Change of export Performance Over Export Target	% Change of export performance July-June 2024-25 Over July-June 2023-24
1	3	5	6	7	8
All products	**50000.00**	**48283.93**	**44469.74**	**-3.43**	**8.58**
A. Primary Commodities (1-24)	**1565.23**	**1448.52**	**1357.66**	**-7.46**	**6.69**
(1) Frozen & Live Fish (02-03)	**430.00**	**441.58**	**376.68**	**2.69**	**17.23**
a. Live Fish (0301)	30.00	25.91	24.71	-13.63	4.86
b. Frozen Fish (0300, 0302, 0303)	88.00	92.41	77.41	5.01	19.38
c. Shrimps (0306, Excl.030614, 030624) (0306 Excluding Crabs)	280.00	296.29	248.32	5.82	19.32
d. Crabs (030614, 030624)	12.00	13.74	9.24	14.50	48.70
e. Others	20.00	13.23	17.00	-33.85	-22.18
(2) Animal origin (Chapter 05)	**19.23**	**18.32**	**16.64**	**-4.73**	**10.1**
a. Guts, bladders and stomachs (excl. fish) (0504)	13.00	13.22	10.45	1.69	26.51
b. Others	6.23	5.10	6.19	-18.14	-17.61
(3) Agriculture Products (04-24) (Excluding 05)	**1116**	**988.62**	**964.34**	**-11.41**	**2.52**
a. Tea (0902)	4.50	4.10	3.54	-8.89	15.82
b. Vegetables (07)	130.00	81.12	112.47	-37.60	-27.87
c. Tobacco (24)	210.00	251.93	181.53	19.97	38.78
d. Fruits (08)	35.00	67.51	29.24	92.89	130.88
e. Spices (0910)	65.00	56.31	56.98	-13.37	-1.18
f. Dry Food (19)	250.00	186.60	217.14	-25.36	-14.06
g. Oil Seeds (12)	35.00	24.06	29.37	-31.26	-18.08
h. Betel leaves (14049092)	38.00	21.45	32.59	-43.55	-34.18

Products	Export Target of 2024-25	Export Performance for July-June 2024-25	Export Performance for July-June 2023-24	% Change of export Performance Over Export Target	% Change of export performance July-June 2024-25 Over July-June 2023-24
1	3	5	6	7	8
i. Animal or vegetable fats and oils (15)	105.00	118.04	95.14	12.42	24.07
j. Sugar and sugar confectionery (17)	30.00	20.82	25.18	-30.60	-17.32
k. Beverages, spirits and vinegar (22)	40.00	35.47	34.94	-11.33	1.52
l. Oil-cake (2304)	3.50	0.13	2.86	-96.29	-95.45
m. Others	170.00	121.08	143.36	-28.78	-15.54
B. Manufactured Commodities (25-97)	**48434.77**	**46835.41**	**43112.08**	**-3.3**	**8.64**
(1) Cement, Salt, Stone Etc (25)	**22**	**14.33**	**18.42**	**-34.86**	**-22.2**
(2) Ores, Slag and Ash (26)	**50**	**33.9**	**42.38**	**-32.2**	**-20.01**
(3) Petroleum bi Products (27)	**25**	**21.36**	**21.19**	**-14.56**	**0.8**
(4) Chemical Products (28-38)	**405**	**368.32**	**349.73**	**-9.06**	**5.32**
a. Pharmaceuticals (30)	240.00	213.16	205.48	-11.18	3.74
b. Inorganic chemicals (28)	95.00	85.33	83.71	-10.18	1.94
c. Organic chemicals (29)	10.00	8.94	8.92	-10.60	0.22
d. Others	60.00	60.89	51.62	1.48	17.96
(5) Plastic Products (39)	**279**	**284.05**	**244.43**	**1.81**	**16.21**
a. PVC Bags (3923)	45.00	51.53	38.61	14.51	33.46
b. Plastic Waste 3915)	19.00	14.01	16.58	-26.26	-15.50
c. Tableware, kitchenware (3924)	35.00	43.12	29.24	23.20	47.47
d. Others	180.00	175.39	160.00	-2.56	9.62
(6) Rubber (40)	**50**	**49.54**	**43.11**	**-0.92**	**14.92**
(7) Leather & Leather Products (41-43 & 6403)	**1185**	**1145.07**	**1039.15**	**-3.37**	**10.19**
(a) Leather (41)	165.00	128.21	142.54	-22.30	-10.05
(b) Leather Products (42-43)	400.00	344.79	352.58	-13.80	-2.21
(c) Leather Footwear (6403)	620.00	672.07	544.02	8.40	23.54
(8) Wood & Wood Products (44-45)	**19**	**11.31**	**16.17**	**-40.47**	**-30.06**
(9) Handicrafts (46)	**42**	**37.68**	**34.96**	**-10.29**	**7.78**
(10) Paper & Paper Products (48)	**320**	**285.83**	**273.06**	**-10.68**	**4.68**
(11) Printed Materials (49)	**12**	**11.87**	**9.89**	**-1.08**	**20.02**
(12) Silk (50)	**0.12**	**0.07**	**0.11**	**-41.67**	**-36.36**

Products	Export Target of 2024-25	Export Performance for July-June 2024-25	Export Performance for July-June 2023-24	% Change of export Performance Over Export Target	% Change of export performance July-June 2024-25 Over July-June 2023-24
1	3	5	6	7	8
(13) Cotton & Cotton Product (Yarn, Waste, Fabrics etc) (52)	**630**	**552.23**	**554.5**	**-12.34**	**-0.41**
(14) Jute & Jute goods (53, 6305)	**980.00**	**820.16**	**855.23**	**-16.31**	**-4.1**
a. Raw Jute (5303)	185.00	148.48	161.28	-19.74	-7.94
b. Jute Yarn & Twine (5307)	560.00	461.83	492.45	-17.53	-6.22
c. Jute Sacks & Bags (6305)	120.00	125.96	106.29	4.97	18.51
d. Others	115.00	83.89	95.21	-27.05	-11.89
(15) Man Made Filaments & Staple Fibres (54-56)	**395.00**	**395.01**	**341.19**	**0**	**15.77**
(16) Carpet (Jute & Others -57)	**30.00**	**30.62**	**26.51**	**2.07**	**15.5**
(17) Specialized Textiles (58-60)	**400.00**	**382.39**	**337.28**	**-4.4**	**13.37**
a. Terry Towel (5802)	27.00	23.07	23.55	-14.56	-2.04
b. Special Woven Fabric (59)	85.00	78.65	73.69	-7.47	6.73
c. Knitted Fabrics (60)	190.00	180.97	157.12	-4.75	15.18
d. Others	98.00	99.70	82.92	1.73	20.24
(18) RMG (61 & 62)	**40485**	**39346.97**	**36151.31**	**-2.81**	**8.84**
(a) Knitwear (61)	21,700.00	21,159.08	19,282.15	-2.49	9.73
(b) Woven Garments (Chapter 62)	18,785.00	18,187.89	16,869.16	-3.18	7.82
(19) Home Textile (Chapter 63 Excluding 6305)	**960**	**871.57**	**851.01**	**-9.21**	**2.42**
a. Bed, Kitchen toilet linens (6302)	485.00	409.71	418.78	-15.52	-2.17
b. Tents (6306)	245.00	226.00	221.90	-7.76	1.85
c. New rags, Scrap twine (6310)	110.00	97.96	100.37	-10.95	-2.40
d. Other (Ecluding 630510)	120.00	137.90	109.96	14.92	25.41
(20) Footwear (64) Excluding 6403	**470.00**	**522.59**	**416.83**	**11.19**	**25.37**
(21) Cap (65)	**370.00**	**364.46**	**327.58**	**-1.5**	**11.26**
(22) Wigs & Human Hair (67)	**130.00**	**142.85**	**118.14**	**9.88**	**20.92**
(23) Ceramic Products (69)	**38.00**	**35.22**	**33.09**	**-7.32**	**6.44**
(24) Glass & Glass ware (Chapter 70)	**9.00**	**4.95**	**7.99**	**-45**	**-38.05**
(25) Engineering Products (71-88)	**545.50**	**535.56**	**486.75**	**-1.82**	**10.03**
a. Iron Steel (72, 73)	75.00	72.23	66.96	-3.69	7.87
b. Copper Wire (74)	64.00	56.72	56.36	-11.38	0.64

Products	Export Target of 2024-25	Export Performance for July-June 2024-25	Export Performance for July-June 2023-24	% Change of export Performance Over Export Target	% Change of export performance July-June 2024-25 Over July-June 2023-24
1	3	5	6	7	8
c. Stainless Steel ware (82)	4.50	3.62	3.84	-19.56	-5.73
d. Engineering Equipment (84)	62.00	49.99	55.81	-19.37	-10.43
e. Electric Products (85)	170.00	166.52	149.50	-2.05	11.38
f. Bicycle (8712)	87.00	116.44	82.50	33.84	41.14
g. Others	83.00	70.04	71.78	-15.61	-2.42
(26) Ships, Boats and floating strauctures (89)	**0.15**	**2.94**	**0.14**	**1860**	**2000**
(27) Other mfd Products	**583**	**564.58**	**511.92**	**-3.16**	**10.29**
a. Optical, Photographic, Medical Instruments etc (90)	85.00	81.54	74.76	-4.07	9.07
b. Furniture(94 Excluding 9404)	49.00	45.53	45.70	-7.08	-0.37
c. Mattress & bedding (9404)	31.00	27.67	29.05	-10.74	-4.75
d. Golf Shaft (950639)	18.00	17.63	16.38	-2.06	7.63
e. Others	400.00	392.21	346.03	-1.95	13.35

বিশ্ব বাজারে রপ্তানির সারাংশ

সময়কাল: জুলাই-জুন ২০২৪-২৫

Value in Mn. US$

Country	USD
AD: Andorra	23876.06
AE: United Arab Emirates	351220653
AF: Afghanistan	11094346.24
AL: Albania	144345.56
AM: Armenia	3204140.85
AO: Angola	214199.33
AR: Argentina	21573463.9
AS: American Samoa	195843.95
AT: Austria	99502822.48
AU: Australia	907214050.9
AZ: Azerbaijan	1194363.89
BA: Bosnia & Herzegovina	3791488.07
BB: Barbados	163647.01
BE: Belgium	728128244.3
BF: Burkino Faso	1032861.79
BG: Bulgaria	4019848.25
BH: Bahrain	5841594.45
BI: Burundi	517847.82
BJ: Benin	47780.29
BL: Bangladesh local export	2141512524
BM: Bermuda	66038.66
BN: Brunei Darussalan	1276453.48
BO: Bolivia	1956149.53
BR: Brazil	187343110.6
BS: Bahamas	14803.1
BT: Bhutan	14325062.77
BV: Bouvet Island	41363.92
BW: Botswana	102242.81
BY: Belarus	104719.52
BZ: Belize	127045.75
CA: Canada	1463742095
CF: Central African Republic	1049197.5
CG: Congo	3136576.21
CH: Switzerland	77710331.7
CI: Cote d`Ivoire	10714853.38
CL: Chile	180592889.2
CM: Cameroon	2085234.65
CN: China	694492755.4
CO: Columbia	65387603.35
CR: Costa Rica	2734692.92
CU: Cuba	228256.28
CV: Cape Verde	251818.52
CW: CURACAO	135457.64
CY: Cyprus	6484036.68
CZ: Czech Republic	332504173.7
DE: Germany	5292900068
DJ: Djibouti	1740384.32
DK: Denmark	1076549415
DM: Dominica	152508.21
DO: Dominican Republic	7443320.66
DZ: Algeria	27441187.75
EC: Ecuador	10975034.06
EE: Estonia	1106321.09
EG: Egypt	49292682.79
ES: Spain	3554736456
ET: Ethiopia	9065518.09
FI: Finland	36276976.4
FJ: Fiji	5539051.76
FR: France	2416842540
GA: Gabon	3378729.7
GB: Great Britain	4622701061
GD: Grenada	26079.22
GE: Georgia	7509095.27
GH: Ghana	4525486.67
GM: Gambia	612527.75
GN: Guinea	3570623.56
GP: Guadeloupe	416118.06
GQ: Equatorial Guinea	1377876.48
GR: Greece	81732385.77

Country	USD
GT: Guatemala	3732944.55
GU: Guam	56584.28
GW: Guinea Bissau	1667457.01
GY: Guyana	1373956.81
HK: Hong Kong	107548618.4
HN: Honduras	2265100.8
HR: Croatia	67690650.01
HT: Haiti	570429.6
HU: Hungary	180063765.1
ID: Indonesia	56710572.62
IE: Ireland	266160481
IN: INDIA	1764233758
IQ: Iraq	3962633.64
IR: Iran (Islamic Republic of)	10937560.54
IS: Iceland	496004.68
IT: Italy	1664505122
JM: Jamaica	2586531.49
JO: Jordan	18914817.17
JP: Japan	1411595091
KE: Kenya	18238476.32
KG: Kyrgyzstan	32668.45
KH: Kampuchea Democratic	15813834.02
KI: Kiribati	275914.42
KM: Comoros	541017.12
KN: Saint Kitts and Nevis	20042.5
KP: North Korea	336372.33
KR: Korean Republic of	462776924
KW: Kuwait	24997846.62
KY: Cayman islands	88715.45
KZ: Kazakhstan	17029224.11
LA: Laos	747277.32
LB: Lebanon	5836390.96
LK: Sri Lanka	82851372.58
LR: Liberea	817258.26
LS: Lesotho	160159.09
LT: Lithuania	1715107.75

Country	USD
LU: Luxembourg	4070705.28
LV: Latvia	1586533.82
LY: Libyan Arab Jamahiriya	6591015.12
MA: Morocco	22347143.33
MD: Moldova	2592436.34
ME:	8122.82
MG: Madagascar	2738318.73
MH: Marshall Islands	125298.46
MK: Macedonia	21827.61
ML: Mali	894855.59
MM: Myanmar	34834060.59
MN: Mongolia	794884.42
MO: Macau	232175.22
MQ: Martinique	39337.44
MR: Mauritania	3408058.26
MT: Malta	1791596.19
MU: Mauritius	19135808.41
MV: Maldives	6347670.55
MW: Malawi	841396.48
MX: Mexico	363369097.7
MY: Malaysia	282550097.4
MZ: Mozambique	1574608.27
NA: Namibia	224011.53
NC: New Caledonia	181646.71
NE: Niger	130884.69
NG: Nigeria	14817343.96
NI: Nicaragua	967658.36
NL: Netherlands	2354205141
NO: Norway	57759760.05
NP: Nepal	35401038.64
NZ: New Zealand	99730754.58
OM: Oman	28036288.67
PA: Panama	52040224.71
PE: Peru	69982108.78
PF: French Polynesia	401825.28
PG: Papua New Guinea	4232803.97

Country	USD
PH: Philippines	85650629.08
PK: Pakistan	73998290.16
PL: Poland	1824800467
PR: Puerto Rico	216889.96
PS: Palestinian Territory	48199.16
PT: Portugal	119888627.3
PW: Palau	77260.23
PY: Paraguay	4698273.44
QA: Qatar	24415906.1
RE: Reunion	915268.31
RO: Romania	241491112.4
RS: Serbia	24081103.35
RU: Russia	353962936.2
RW: Rwanda	214087.77
SA: Saudi Arabia	292612865.5
SB: Solomon Islands	1226604.86
SC: Seychelles	106609.05
SD: Sudan	40831124.03
SE: Sweden	811158387
SG: Singapore	109201005.8
SI: Slovenia	128543341.5
SK: Slovakia	85739991.65
SL: Sierra Leone	3193964.65
SN: Senegal	5804583.8
SO: Somalia	9369015.19
SR: Suriname	442116.8
SS: South Sudan	201552.67
ST: Sao Tome and Principle	83890.06
SV: El Salvador	5803367.48
SX: SINT MAARTEN	2266.07
SY: Syrian Arab Republic	185812.43
SZ: Swaziland	976601.23
TD: Chad	325508.94
TG: Togo	407798.68
TH: Thailand	61845064.3
TJ: Tajikistan	2448132.94

Country	USD
TL: TIMOR-LESTE (EAST TIMOR)	747995.05
TM: Turkmenistan	101048.49
TN: Tunisia	3389900.35
TO: Tonga	138964.46
TP: Timor	780.89
TR: Turkey	634533052.8
TT: Trinidad and Tobago	2271851.09
TW: New Taiwan	57120444.93
TZ: Tanzania	5513267.98
UA: Ukraine	12202625.38
UG: Uganda	5420443.3
US: United States	8692345901
UY: Uruguay	36101099.78
UZ: Uzbekistan	32833434.54
VE: Venezuela	9802779.46
VI: Virgin Islands, US	39192.64
VN: Vietnam	128964103.3
VU: Vanuatu	1090632.55
WS: Western Samoa	217458.73
XK: KOSOVO	476399.17
YE: Democratic Yemen	6153537.33
YT: Mayotte	382772
ZA: South Africa	124040158.9
ZM: Zambia	361379.94
ZW: Zimbabwe	194542.04
Total	**48283925991**

Data Source: NBR *(National Board of Revenue)*

পণ্য উন্নয়ন বিভাগ

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের টেকসই সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পণ্য বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, প্রতিযোগিতা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে বিবেচনায় রেখে এ বিভাগের কার্যক্রম ক্রমাগত আধুনিকায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও লক্ষ্যভিত্তিক করা হচ্ছে। ২০২৪–২০২৫ অর্থ বছরে পণ্য বিভাগ রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মানোন্নয়ন, উদীয়মান পণ্য বিপণনের জন্য ক্রেতা অন্বেষণে সহায়তা, উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। অপ্রচলিত ও সম্ভাবনাময় খাতকে রপ্তানি কাঠামোর মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে পণ্য বিভাগ বিভিন্ন সার্ভে/গবেষণা, সভা, নীতিগত প্রস্তাব ও প্রয়োগযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। ২০২৪–২০২৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত প্রধান কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

এক নজরে পণ্য উন্নয়ন বিভাগ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে অর্জিত মূল কার্যক্রম, উদ্যোগ এবং অগ্রগতি

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০২২ অনুযায়ী ৩৬টি পণ্য ও সেবা খাতে নির্ধারিত মানদণ্ড অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ—এই তিনটি ক্যাটাগরিতে ট্রফি প্রদান করা হয়। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০২১-২০২২ প্রদান অনুষ্ঠান গত ১৪ জুলাই, ২০২৪ খ্রি: তারিখ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় এবং রপ্তানিতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৭৭টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রদান করা হয়। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০২২-২৩ প্রাপক নির্বাচন সংক্রান্ত চূড়ান্ত কমিটির সভা গত ৩০-০৬-২০২৫ খ্রি: তারিখ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০২৩-২৪ এর জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহের ডাটা এন্ট্রি এবং যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ট্রফি প্রাপক নির্বাচন সংক্রান্ত প্রাথমিক বাছাই কমিটির সভা আহবান করে একটি খসড়া তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০২২ পরিমার্জন ও অধিকতর যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০২৪ প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যুরোর প্রস্তাব ও মতামত গত ২৬-১১-২০২৪ খ্রি: তারিখ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি এবং সিআইপি (রপ্তানি) সংক্রান্ত সেবা অনলাইন পোর্টাল (https://services.mincom.gov.bd) এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। রপ্তানি খাতে উৎকর্ষের স্বীকৃতি হিসেবে ৭৭টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০২১-২২ প্রদান অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা হয়েছে।

বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি)

রপ্তানিকারকদের মধ্যে গঠনমূলক প্রতিযোগিতা ও উৎসাহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার সিআইপি (রপ্তানি ও ট্রেড) নীতিমালা-২০২৩ প্রণয়ন করে। নীতিমালার আওতায় নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্য ও সেবা খাতে যোগ্য রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সিআইপি কার্ড প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সংক্রান্তে পণ্য বিভাগের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ, প্রাথমিক যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন, চূড়ান্ত বাছাই কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ এবং উক্ত সিআইপি কার্ড প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত সাচিবিক দায়িত্ব পালন করা হয়ে থাকে। সিআইপি (রপ্তানি)-২০২৪ এর জন্য প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রতিষ্ঠানের তালিকা গত ২৮-০৩-২০২৪ খ্রি: তারিখ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সিআইপি (রপ্তানি)-২০২৫ এর প্রাপ্ত আবেদনসমূহের ডাটা এন্ট্রি এবং যাচাই বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তি

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকদের মধ্যে বাণিজ্যিক বিরোধ প্রায়শই সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিভিন্ন কারণে এসব বিরোধ ব্যুরোতে দাখিল করা হয়। যেমন: বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী পণ্য প্রেরণ না করা, এলসির শর্ত ভঙ্গ করে আমদানি বা রপ্তানি করা, স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পণ্য প্রেরণ না করা, নির্ধারিত সময়ের পরে পণ্য জাহাজীকরণ করা, পণ্য প্রাপ্তির পর মূল্য পরিশোধ না করা, বিলম্বে পণ্য প্রেরণের জন্য দন্ড/ক্ষতিপূরণ হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা ও অন্যান্য। ব্যুরোতে অভিযোগ করা হলে এসব বিরোধ সন্তোষজনকভাবে নিষ্পত্তিপূর্বক দেশের রপ্তানিবান্ধব ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে পণ্য বিভাগ সক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০২৪–২০২৫ অর্থবছরে এ সংক্রান্ত মোট ১২টি অভিযোগ ব্যুরোতে দাখিল করা হয়। প্রতিটি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য পণ্য বিভাগ কর্তৃক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্যুরোর আইন/বিধি প্রয়োগের ক্ষমতা না থাকায় দ্রুততর সময়ে এসব বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না।

বর্ষপণ্য নির্বাচন

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর একটি পণ্য/খাত-কে বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়ে থাকে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো ওই নির্দিষ্ট পণ্য/খাতের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পণ্য বিপণন সংক্রান্ত নীতিগত ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীভূত করা যাতে রপ্তানিতে উক্ত পণ্য/খাত কাঙ্ক্ষিত অবস্থান তৈরিতে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার হস্তশিল্পজাত পণ্য-কে ২০২৪ সালের এবং ফার্নিচার খাত-কে ২০২৫ সালের বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন ও বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি এই খাতের রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পণ্য বিভাগ কর্তৃক এ সংক্রান্ত একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ফার্নিচার সংক্রান্ত একটি একক পণ্য মেলা আয়োজনের জন্য ব্যুরোর মেলা ও প্রর্দশনী বিভাগে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।

নতুন বাজার অন্বেষণ/বাণিজ্য মিশন প্রেরণ

নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান এবং বিদ্যমান রপ্তানি বাজারসমূহে পণ্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। এর আলোকে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভিয়েতনামে বাণিজ্য মিশন প্রেরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা প্রাপ্তি সাপেক্ষে বাণিজ্য মিশন প্রেরণের বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

পণ্য বহুমুখীকরণ

রপ্তানি পণ্য তালিকায় নতুন নতুন পণ্য সংযোজনের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নে ''এক জেলা এক পণ্য'' কর্মসূচীর আওতায় ইতঃপূর্বে ৪১ টি জেলার ১৪ টি পণ্যেকে নির্বাচন করেছে। উক্ত ১৪টি পণ্য ছাড়াও নতুন পণ্য অন্বেষণ করার জন্য ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকগণের নিকট একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ০৫ মে, ২০২৫ খ্রিঃ তারিখ ব্যুরোতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে মোতাবেক, এক জেলা এক পণ্যের কার্যক্রম-কে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি নকশীকাঁথা, জামদানি, মসলিন ইত্যাদি সম্ভাবনাময় পণ্যকে এক জেলা এক পণ্য-এর কর্মসূচীর আওতাভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নতুন পণ্য অন্বেষণ

দেশব্যাপী উৎপাদিত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জিআই পণ্যসমূহের পণ্যভিত্তিক রপ্তানি সম্ভাব্যতা (Export Feasibility) যাচাইয়ের লক্ষ্যে গত ০৫ মে, ২০২৫ খ্রিঃ তারিখ ব্যুরোতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জিআই পণ্যসমূহের ছবিসহ পণ্য ও উৎপাদক সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেটেন্ট, শিল্প নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ইপিবিকে সরবরাহ করবে। পাশাপাশি রপ্তানিযোগ্য নতুন পণ্য সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও চেম্বার/এসোসিয়েশনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রণোদনা সংক্রান্ত সেবা

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক ৪৩ ধরণের পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানির বিপরীতে ০.৩ হতে ১০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এফ.ই সার্কুলার অনুসারে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে ইস্যুকৃত নগদ সহায়তার সুপারিশপত্রের বিবরণ নিম্নরূপঃ

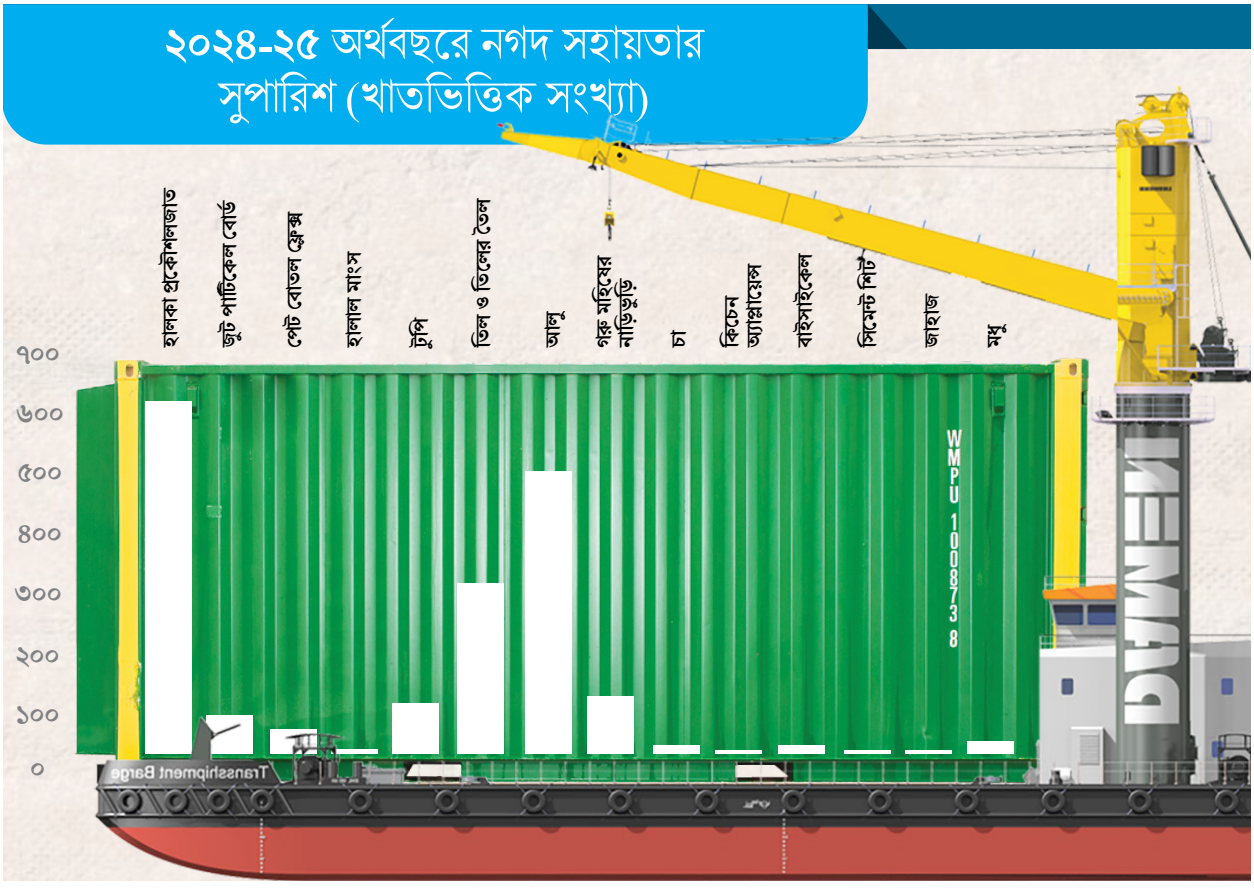

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এফ.ই সার্কুলার মোতাবেক রপ্তানিকারকের অনুকূলে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে ব্যুরো হতে একটি প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা হয়ে থাকে। ব্যুরো কর্তৃক, প্রচলিত ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে বর্তমানে অনলাইন পোর্টাল https://ems.epb.gov.bd এর মাধ্যমে নগদ সহায়তা সুপারিশ সংক্রান্ত সেবা দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রদান করা হচ্ছে।

২০২৬ সালে এলডিসি হতে উত্তরণের পর নগদ সহায়তা বন্ধ হয়ে যাবে। দেশে উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রীকে আন্তর্জাতিক বাজারে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে নগদ সহায়তার বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা জরুরি মর্মে প্রতীয়মান। সে বিবেচনায় বিভিন্ন সেক্টরের পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কাঁচামাল আমদানিসহ অন্যান্য সুবিধার বিষয় সরকার বিবেচনা করতে পারে। কয়েকটি সেক্টরকে এ ধরণের সহায়তার মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যে শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ বন্ড সুবিধা প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবরে সুপারিশপত্র প্রেরণ করা হয়। এ লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মধুর চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক যা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। দেশে আন্তর্জাতিক মানের মধু উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট খাতের অনুকূলে সরকারি প্রণোদনার অংশ হিসেবে বিনাশুল্কে মৌ-খাদ্য (bee feed) আমদানির সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে যথাপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ জানানো হয়।

গবেষণা/সমীক্ষা/জরিপ

ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং ভিয়েতনামের মতো প্রতিযোগি দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ১৪ রপ্তানি-সহায়ক সংস্থার সেবা প্রদান পদ্ধতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ণের লক্ষ্যে ব্যুরো কর্তৃক একটি গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এই কর্মসূচীর চুক্তি সম্পাদনের পর পর বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ কোভিড -১৯ মহামারী ছড়িয়ে পড়ার কারণে এ কাজটি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কারণ কোভিড কিছুটা শিথিল হওয়ার পরও এক হতে দেড় বছর শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়ায় কঠোর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বজায় ছিল। যাহোক, ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি দাখিল করা হয়েছে। এতে চিহ্নিত সংস্থাগুলির প্রদত্ত সেবার বর্তমান অবস্থা, পরিশীলিত পরিসেবা প্রদানের পথে চ্যালেঞ্জ এবং কিভাবে সেবার মান উন্নত করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে।

পণ্য ভিত্তিক অন্যান্য কার্যক্রম

দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পণ্য বিভাগ রপ্তানি-সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও ব্যবসায়ী সংগঠনের উদ্যোগে গৃহীত কর্মসূচিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ হালাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি, ন্যাশনাল কোডেক্স কমিটি, বিএসটিআই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন, পণ্য ভিত্তিক ডকুমেন্টরী তৈরি, দেশ ভিত্তিক কান্ট্রি প্রোফাইল তৈরি, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং নতুন পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণে প্রণোদনার সুপারিশ প্রদান- এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে পণ্য বিভাগ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। সর্বোপরি, দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ, পণ্যের বহুমুখীকরণ ও টেকসই উন্নয়নে পণ্য বিভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

অপ্রচলিত ও সম্ভাবনাময় নতুন নতুন পণ্যের রপ্তানি বাজার অন্বেষণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ

- নতুন বাজার অনুসন্ধানে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভিয়েতনামে বাণিজ্য মিশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- এক জেলা এক পণ্যের কার্যক্রম-কে বেগবান করার লক্ষ্যে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করার পাশাপাশি নকশীকাঁথা, জামদানি, মসলিন ইত্যাদি সম্ভাবনাময় পণ্যকে এক জেলা এক পণ্য-এর কর্মসূচীর আওতাভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জি আই পণ্যসমূহের রপ্তানি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে ছবিসহ উৎপাদন ও উৎপাদক সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি ব্যুরোতে সরবরাহের জন্য পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রপ্তানি উপযোগী বাংলাদেশি পণ্য বিশেষ করে জিআই পণ্যসমূহের প্রদর্শনের লক্ষ্যে প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (https://ems.epb.gov.bd)-এর মাধ্যমে নগদ সহায়তা সংক্রান্ত কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনে রূপান্তর করে দ্রুত সেবা প্রদান প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ১৪টি পণ্য ও সেবা খাতে ০.৩%–১০% হারে সর্বমোট ১৬১৩টি নগদ সহায়তার সুপারিশপত্র ইস্যুকরণ।
- বাংলাদেশ সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গত ২৮ মে, ২০২৫ তারিখ চীনের বাজারে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ হতে

আমের চালান প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যুরোর পক্ষে পণ্য বিভাগ চীনা দূতাবাস, আম রপ্তানিকারক ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে সার্বিক সমন্বয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

- আম উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও এসব চ্যালেঞ্জ নিরসনকল্পে করণীয় বিষয়ে ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি টিমের চাঁপাইনবাবগঞ্জ সফরকালীন সময়ে ব্যুরোর পক্ষ থেকে Hot Water Treatment Plant স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের আশ্বাস প্রদান করা হয়। বিষয়টি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পণ্য বিভাগ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- Geographical Indication (GI) পণ্যের রপ্তানি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে পেটেন্ট, শিল্পনকশা ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তররের নিকট তথ্য আহ্বান এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রপ্তানি সম্ভাবনাময় বাংলাদেশি পণ্য প্রদর্শনের লক্ষ্যে প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।

ডি-নথি/ইএমএস ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যুরোর পণ্য বিভাগের ১১৪টি ফাইল ডি-নথির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। এছাড়া নগদ সহায়তা সেবা অনলাইভিত্তিক করায় এ সংক্রান্ত সকল আবেদন ইএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

ইনোভেশন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

১.	জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সিআইপি সেবা ডিজিটালাইজেশন: জাতীয় রপ্তানি ট্রফি এবং সিআইপি (রপ্তানি) সংক্রান্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইন পোর্টালে চালুকরণ ও কার্যক্রম পরিচালনা।
২.	নগদ সহায়তার সিস্টেম ডিজিটালাইজেশন: প্রচলিত ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে শতভাগ নগদ সহায়তার সুপারিশ কার্যক্রম পরিচালনা।
৩.	প্রথমবারের মতো চীনে আম রপ্তানি: চীনা বাজারে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি আম রপ্তানিতে পণ্য বিভাগের মাধ্যমে কৌশলগত ও সমন্বিত উদ্যোগ পরিচালিত হয় যা একটি নতুন বাজারে প্রবেশের অনন্য উদ্ভাবন।
৪.	এক জেলা এক পণ্য (ODOP) কর্মসূচি সম্প্রসারণে জিআই পণ্য সংযুক্তি: নকশীকাঁথা, জামদানি, মসলিনসহ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জিআই পণ্যগুলোকে ODOP কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ পণ্য বহুমুখীকরণ ও আঞ্চলিক ব্র্যান্ডিংয়ে ইনোভেটিভ সংযোজন।
৫.	জিআই পণ্যের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিং: পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের সহায়তায় জিআই পণ্যের তথ্য ও প্রোফাইল সংগ্রহ এবং হযরত শাহজালাল (রহ:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশের উৎপাদিত ও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের ব্যাপক পরিচিতি বৃদ্ধির চেষ্টায় নবীন প্রয়াস।

চ্যালেঞ্জসমূহ

• পণ্যের তথ্যসংগ্রহ ও সমন্বয়ের ঘাটতি: ৬৪টি জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের নিকট একাধিকবার চিঠি প্রেরণ সত্ত্বেও পণ্য সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে ODOP, জিআই ও নির্বাচিত পণ্যসমূহের বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে।
• পর্যাপ্ত মানবসম্পদের অভাব: পণ্য বিভাগে নতুন পণ্য অন্বেষণ, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ, বাজারের চাহিদা নিরিখে পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, দেশভিত্তিক প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে নতুন বাজার অন্বেষণ, উন্নয়ন কর্মকান্ডে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি কাজের জন্য দক্ষ ও অর্গানোগ্রামভিত্তিক জনবল অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বল্পসংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী দিয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করানো হয়। ফলে কাজের চাপ বেশি হয় ও অগ্রগতি ধীর হয়।
• দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি: আধুনিক প্রযুক্তি, নথিপত্র ব্যবস্থাপনা, ডি-নথির কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় কাজের গতি ব্যাহত হয়।
• লজিস্টিক সাপোর্ট, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির অপ্রতুলতা: কম্পিউটার, প্রিন্টা স্ক্যানার, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও স্টেশনারী প্রভৃতির চাহিদার তুলনায় সরবরাহ সীমিত হওয়ার ফলে দ্রুততম সময়ে সম্পাদিতব্য কাজের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটায়।

ইপিবি'র কার্যক্রমকে অধিক গতিশীল ও সেবা সহজীকরণের বিষয়ে প্রস্তাব

ক্রম	প্রস্তাবনা	উদ্দেশ্য/উপকারিতা/যৌক্তিকতা
০১	ওয়ান-স্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালু	নতুন উদ্যোক্তা, রপ্তানিকারক, গবেষক, ইন্টার্ন, বাণিজ্য বিশ্লেষক ও অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে দ্রুততম সময়ে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ওয়ান-স্টপ সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে প্রতিটি ডেস্কে পৃথকভাবে না গিয়ে একজন স্টেকহোল্ডার রপ্তানি সংক্রান্ত প্রাথমিক সকল তথ্য একটিমাত্র জায়গা থেকে পেতে পারবেন।
০২	দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ	অংশীজনদের অনুকূলে উত্তম সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যুরোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা, রপ্তানি, বিশ্ব বাণিজ্য ইত্যাদির উপর দক্ষতা অর্জন ও আস্থার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা অর্জনার্থে যুগোপযোগি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয়।
০৩	একক ডিজিটাল সেবা প্ল্যাটফর্ম প্রবর্তন	বর্তমানে ইপিবির বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন: রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, নগদ সহায়তা, বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ, সিআইপি নির্বাচন, ট্রফি আবেদন, বাজার গবেষণা, পরামর্শসেবা, অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে ও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। ইপিবির সেবাগুলোকে আরও গতিশীল, স্বচ্ছ ও সহজলভ্য করতে একটি একক ডিজিটাল সেবা প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা যেতে পারে। এই ধরনের ডিজিটাল ইকোসিস্টেম ইপিবিকে "Paperless & Proactive" প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তর করবে এবং রপ্তানিকারকদের সেবায় একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে।
০৪	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক রপ্তানি প্রবণতার পূর্বাভাস (Export Trend Alert) ব্যবস্থা প্রবর্তন	রপ্তানির হ্রাস-বৃদ্ধি, ধারাবাহিকতা, গন্তব্য সংক্রান্ত তথ্য, বাজারের উত্থান-পতনের কারণ উদঘাটন, বাজার বিশ্লেষণ এবং চ্যালেঞ্জ দূরীকরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুততর ও সহজতর হবে।
০৫	উৎসাহমূলক কার্যক্রম	উত্তম বা সৃজনশীল ধারণা প্রদান, সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ভূমিকা রাখা, সেক্টর বা দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির সার্থে গবেষণামূলক কাজ বা প্রবন্ধ/নিবন্ধ রচনা, পণ্য বা সেবার মানোন্নয়ন বা সেক্টর উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে প্রশংসনীয় কাজ ও অন্যান্য প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা উচিত। আমাদের দেশে এমন সুযোগ কম থাকায় সরকারি সেক্টরে কর্মরতদের মধ্য হতে সৃজনশীলতা বের হয়ে আসে না বললেই চলে। সৃষ্টিশীল কাজ অতিরিক্ত সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ বিধায় নির্ধারিত দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজের মধ্যে এ ধরণের কাজ করা বাস্তবে অসম্ভব। প্রণোদনার ব্যবস্থা থাকলে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নির্ধারিত সময়ের পরে ও ছুটির দিনে কাজ করেও কোন একটি বিষয়ে তাদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখতে পারেন। সংস্থা তথা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি বিদেশে দেশের ভাবমুর্তী উজ্জ্বল করতে সক্ষম হতে পারেন। উন্নত দেশসমূহে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়।
০৬	সময়াবদ্ধ সেবাদান পদ্ধতি	প্রতিটি আবেদন/চিঠি নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ সময় নির্ধারণ ও স্ট্যাটাস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।
০৭	মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ	ব্যুরোর বিভাগীয় বা আঞ্চলিক অফিস, শাখা অফিস, চেম্বার/ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহকে তথ্য সরবরাহে বাধ্যতামূলক ও প্রণোদনামূলক কাঠামোর আওতায় আনা।

ক্রম	প্রস্তাবনা	উদ্দেশ্য/উপকারিতা/যৌক্তিকতা
০৮	মোবাইল এ্যাপ চালুকরণ	নাগরিক সেবা সহজীকরণার্থে ও রপ্তানিকারকদের মাঝে জরুরি নোটিশ, নিবন্ধন ও নবায়ন আবেদন, সিআইপি ও ট্রফি'র আবেদন, মেলার সংক্রান্ত নোটিশ, ক্যালেন্ডার, সেবা গ্রহীতার ফিডব্যাক গ্রহণ ইত্যাদি সহ ব্যুরোর সার্বিক কার্যক্রম সম্বলিত ইপিবি মোবাইল এ্যাপ যুগোপযোগি উদ্যোগ হতে পারে।
০৯	সাংগঠনিক কাঠামো পরিমার্জন	কোন একটি সংস্থার সার্বিক অগ্রগতি নির্ভর করে এর সাংগঠনিক কাঠামোর উপর। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ব্যুরোর বিদ্যমান কাঠামোতে উপ-পরিচালকের ১৪টি পদের মধ্যে ৫০:৫০ হারে বিভাজন করা আছে। অর্থাৎ ৭টি পদ ব্যুরোর নিজস্ব জনবল হতে পদোন্নতির নিমিত্ত। বাকি ৭টি পদ প্রেষণে পূরণযোগ্য। ব্যুরোর জন্মলগ্ন হতে প্রেষণ কোটার ৭টি পদ কখনও পূরণ হয়নি। অর্থাৎ এই স্তরে প্রেষণে কর্মকর্তা অত্র সংস্থা কাজ করতে আসতে আগ্রহী হয় না। যদি আসেও স্বল্পতর সময়ে আবার অন্যত্র বদলি হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে ইপিবি তার লক্ষ্য অর্জনে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারে না। কারণ যা-ই হোক পদ যদি শূণ্যই থাকে, তবে সে পদ সংরক্ষিত রাখার যৌক্তিকতা দেখা যায় না। সার্বিক বিবেচনায় উপ-পরিচালক পদে প্রেষণ কোটা বিলুপ্ত করা হলে সংস্থার নিজস্ব জনবলের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং সংস্থায় যোগদানকৃত মেধাবী অফিসারগণ চাকুরি ছেড়ে যাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে। তাছাড়া এই পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে প্রেষণে জনবলের কোটাযুক্ত কাঠামো খুব একটা নেই বললেই চলে। রপ্তানির ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিষয়টি বিবেচনা সময়ের দাবি। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য অর্জনের সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

মেলা ও প্রদর্শনী বিভাগ

দেশের রপ্তানি পণ্যের নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি এবং বিদ্যমান বাজারসমূহ সুসংহত করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ একটি কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশ্বায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপটে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সমন্বিত বাজারজাতকরণ নীতি অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক। দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উন্নতমানের রপ্তানি পণ্য বিদেশী ক্রেতাদের কাছে প্রদর্শনের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মেলা ও প্রদর্শনী বিভাগের ব্যবস্থাপনায় প্রতিবছর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের একক বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। ব্যুরো মূলত চার ধরনের মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাজার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। সেগুলো হচ্ছে: (১) সোর্সিং মেলা (Sourcing Fair), (২) ভোক্তা মেলা (Consumer Fair) (৩) একক দেশীয় বাণিজ্য মেলা (Single Country Trade Fair) (৪) থিম্যাটিক মেলা (Thematic Fair)। মেলাসমূহের মধ্যে মেলায় প্রায় ৯০% মেলা সোর্সিং প্রকৃতির এবং রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ নতুন ও সম্ভাবনাময় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নতুন নতুন ক্রেতা অন্বেষণ করে বিদ্যমান বাজারের আরও সুসংহতকরণসহ দেশের সার্বিক রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি:

ব্যুরোর বাজার সম্প্রসারণমূলক কার্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য ও সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য যেমন- তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, হোম টেক্সটাইল, টেক্সটাইল ফেব্রিক্স, সিরামিকস সামগ্রী, ফার্মাসিউটিক্যালস, কিচেন এবং হাউজওয়্যার পণ্য, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য, জামদানি ও সিল্ক সামগ্রী, হস্তশিল্পজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য (চিংড়ি), কৃষি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য (বিস্কুট, চানাচুর, জুস, আচার), বাই-সাইকেল, আইসিটি প্রোডাক্টস/সেবা, প্লাস্টিক পণ্য সহ প্রায় সকল পণ্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রদর্শনের মাধ্যমে বাজার উন্নয়ন/বহুমুখীকরণ তথা রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ এবং একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানিকারক তথা বেসরকারি খাতকে বিপণন সহায়তা প্রদান করা হয়। ব্যুরোর অধীন অংশগ্রহণকারী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অংশগ্রহণ ফি এর উপর ৩০% থেকে ৫০% ভর্তুকি প্রদান করা হয়। মেলায় অংশগ্রহণের ফলে আয়োজক দেশ ও অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের সাথে আমাদের বাণিজ্যিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ প্রসারেও অনন্য ভূমিকা পালন করা হয়। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মাহিলা উদ্যোক্তাদের তৈরীকৃত পণ্যাদি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার জন্যও বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ে উৎসাহিত করার জন্য অংশগ্রহণ ফি এর উপর নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে সর্বোচ্চ ৬০% পর্যন্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়।

স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় রপ্তানি বাজার উন্নয়ন এবং নতুন বাজার অন্বেষণের জন্য নবনির্মিত স্থায়ী মেলা কমপ্লেক্স "বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিসিএফইসি)" আন্তর্জাতিক সোর্সিং ধারার পণ্য ভিত্তিক বিশেষায়িত মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। আশা করা যায়, বিবিসিএফইসি এর মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় "ঢাকা" কে একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য অনুমোদিত মেলা ক্যালেন্ডার হতে ফিজিক্যাল ফরম্যাটে মোট ২০টি মেলায় সাফল্যজনকভাবে অংশগ্রহণ করা হয়েছে। মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশী অংশগ্রহণকারীগণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রপ্তানি আদেশ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া, ফিজিক্যাল মেলাসমূহে সম্ভাব্য বিদেশি ক্রেতাদের সাথে বি টু বি সভায় মিলিত হয়েছে যা অতিশীঘ্রই চূড়ান্ত রপ্তানি আদেশে পরিণত হবে মর্মে আশা করা যায়। এছাড়া, ১৩ এপ্রিল থেকে ১৩ অক্টোবর ২০২৫ সময়ে চলমান Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan এ বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরার পাশাপাশি সাফল্য অর্জন, উৎপাদিত পণ্য, উদ্ভাবন, জাতীয় ব্র্যান্ড, পর্যটন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাণিজ্য সম্ভাবনা ও সংস্কৃতি এবং ইতিবাচক বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক পরিবেশ বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

অংশগ্রহণকারী মেলা এবং এক্সপোর একটি সারসংক্ষেপ নীচের ম্যাট্রিক্সে উপস্থাপন করা হয়েছে:

বছর	মেলায় অংশগ্রহণ					অংশগ্রহণকারী কোম্পানির সংখ্যা	দেশের সংখ্যা
	সোর্সিং মেলা	একক দেশ বাণিজ্য মেলা	ভোক্তা মেলা	সেক্টর	মোট		
২০২৪-২৫	২০	-	-	পোশাক ও চামড়া-১১, খাদ্য-০৩, গৃহস্থালির জিনিসপত্র/পাত্র-০১, হস্তশিল্প-০২, সাধারণ-০৩	২০	৩২৯	১২

Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বিষয়ক তথ্য:

সময়কাল	বিবরণ
১৩ এপ্রিল - ১৩ অক্টোবর ২০২৫	১. Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan গত ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল, মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মোঃ দাউদ আলী, বাংলাদেশ দূতাবাস, টোকিও, জাপান ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ থেকে ১৩ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত চলমান (০৬ মাস ব্যাপী) এই এক্সপোতে প্যাভিলিয়নের অভ্যন্তরীণ ডিজাইন ও লে-আউট প্ল্যান অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন এবং তথ্য ও Narratives টাচ স্ক্রিনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে Representing Bangladesh Life, heritage, youth, sustainability, resilience and experiential products aligned with heritage, Bangladesh Map with Infographics and Interactive Smart Display table for infographics by divisions, Soil of Cultivating Dream, Optimism & Opportunity, Innovative Bangladesh: Better Life for Future, Invest in Partnership & Progress, Promoting Tourism Destination of Bangladesh, Beautiful Bangladesh, Human Capital শিরোনামে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত টাচ স্ক্রিন এবং ভিডিও গ্রাফির মাধ্যমে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ২. এছাড়া, Physical Exhibit Display-এর ক্ষেত্রে Golden Fiber: Sustainability & Circularity, Display of Gi Products, Jute & Diversified Jute Product, IT & ITS Services, Land of Tea, Ceramics & Table/Dinner Ware, Electronics & Light Engineering, Leather & Leather Goods, Footwear, Agro & Agro Processed Products, Pharmaceuticals & API ইত্যাদি পণ্য ও সেবা খাত-কে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এবং একটি বড় এলসিডি ডিসপ্লের মাধ্যমে সকল ধরনের ভিডিও ইংরেজি ও জাপানিজ সাবটাইটেলে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ৩. গত ১৪ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ বাংলা শুভ নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে উন্মুক্ত পপ-আপ স্টেজে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং ১১ই মে ২০২৫ তারিখ ন্যাশনাল-ডে আয়োজন সংক্রান্ত জাতীয় স্ট্যাজে বাংলাদেশ কান্ট্রি-ডে উদযাপন করা হয়। ৪. বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে জাপানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দর্শনার্থীদের অত্যধিক চাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। অংশগ্রহণকারী ১৬৭টি দেশের মধ্যে ফিচার প্যাভিলিয়ন (Featured Pavilion) হিসেবে নির্বাচিত ৫০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলার অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	মেলার নাম	তারিখ	দেশ	পন্য	প্রদর্শনীকারী কোম্পানির সংখ্যা
১	টেক্সওয়ার্ল্ড অ্যাপারেল সোর্সিং / ডেনিম / লেদারওয়ার্ল্ড ২০২৪	০১-০৩ জুলাই ২০২৪	প্যারিস, ফ্রান্স	অ্যাপারেল	১১
২	টেক্সওয়ার্ল্ড / ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপারেল সোর্সিং ২০২৪	১৬-১৮ জুলাই ২০২৪	নিউ ইর্য়ক, ইউএসএ	অ্যাপারেল	১০

ক্র. নং	মেলার নাম	তারিখ	দেশ	পন্য	প্রদর্শনীকারী কোম্পানির সংখ্যা
৩	৮ম চায়না সাউথ এশিয়া এক্সপো ও ২৮তম চায়না কুনমিং ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ফেয়ার ২০২৪, কুনমিং, চীন	২৩-২৮ জুলাই ২০২৪	কুনমিং, চীন	জেনারাল	৪৭
৪	সোর্সিং এট ম্যাজিক (মেন'স অ্যাপারেলস্ গিল্ড ইন ক্যালিফোর্নিয়া)	১৯-২১ আগস্ট, ২০২৪	লাস ভেগাস, ইউএসএ	অ্যাপারেল	২৯
৫	অ্যাপারেল টেক্সটাইল সোর্সিং কানাডা (এটিএসসি), টরন্টো, কানাডা	২৬-২৮ আগস্ট ২০২৪	টরন্টো, কানাডা	অ্যাপারেল	১৮
৬	ক্রাফট্ ইস্তাম্বুল ৫ম ইন্টারন্যাশনাল হ্যান্ডিক্রাফট্ এন্ড ডিজাইন ফেয়ার	০২-০৬ অক্টোবর ২০২৪	ইস্তাম্বুল, তুরস্ক	হ্যান্ডিক্রাফট্	০৮
৭	ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড টোকিও	১৫-১৭ অক্টোবর ২০২৪	টোকিও, জাপান	আরএমজি	০৯
৮	চায়না ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট এক্সপো (সিআইআইই)	০৫-১০ নভেম্বর ২০২৪	সাংহাই, চীন	জেনারাল	০৬ (দেশ-০২, ব্যবসা-০৪)
৯	গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো অস্ট্রেলিয়া (এআইএসএফ)-২০২৪	১৯-২১ নভেম্বর ২০২৪	মেলবার্ন, অস্ট্রেলিয়া	অ্যাপারেল, টেক্সটাইল এন্ড ফুটওয়্যার	০৮
১০	হিয়েমটেক্সটাইল ফেয়ার জার্মানি-২০২৫	১৪-১৭ জানুয়ারি ২০২৫	ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি	হোম টেক্সটাইল	০৪
১১	এশিয়া অ্যাপারেল এক্সপো-২০২৫	০৫-০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	ডুসেলডর্ফ, জার্মানি	অ্যাপারেল	১৩
১২	এমবিয়েন্তে-২০২৫	০৭-১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	বার্লিন, জার্মানি	হ্যান্ডিক্রাফট্	১৪
১৩	টেক্সওয়ার্ল্ড অ্যাপারেল সোর্সিং/ডেনিম-২০২৫	১০-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	প্যারিস, ফ্রান্স	অ্যাপারেল	১১
১৪	গালফ্ ফুড-২০২৫	১৭-২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	দুবাই, ইউএই	ফুড আইটেম	৪১
১৫	সীফুড এক্সপো গ্লোবাল (এসইজি) ২০২৫	০৬-০৮ মে ২০২৫	বার্সেলোনা, স্পেন	সীফুড	০৬
১৬	ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপারেল এন্ড টেক্সটাইল ফেয়ার-২০২৫	২০-২২ মে ২০২৫	দুবাই, ইউএই	অ্যাপারেল এন্ড টেক্সটাইল	০২
১৭	ইন্টারটেক্স পর্তুগাল ২০২৫ পর্তুগাল	২০-২২ মে ২০২৫	পর্তুগাল	অ্যাপারেল	০২
১৮	গুয়াংজু ফুড ফেয়ার	২৯ মে – ০১ জুন ২০২৫	গোয়ানজু, দক্ষিন কোরিয়া	ফুড	০২
১৯	গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো ২০২৫	১৭-১৯ জুন ২০২৫	সিডনি, অস্ট্রেলিয়া	আরএমজি/ অ্যাপারেল	০৯
২০	৯ম চায়না সাউথ এশিয়া এক্সপো ও ২৯তম চায়না কুনমিং ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ফেয়ার ২০২৫	১৯-২৪ জুন ২০২৫	কুনমিং, চীন	জেনারাল	৮২

তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ

তথ্য বিভাগ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকাশনা মুদ্রণের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। অত্র বিভাগ হতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকাশনা দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারণা করা হয়। মুদ্রিত সকল প্রকাশনাসমূহ বাংলাদেশ মিশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারী দপ্তর, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, ট্রেড এসোসিয়েশন, শিল্প ও বণিক সমিতি, সেক্টর কর্পোরেশন ও নেতৃস্থানীয় রপ্তানিকারকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ হতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশে রপ্তানিকৃত পণ্যের প্রবেশের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ফরমও মুদ্রণ করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলিসমূহ:

১	রপ্তানি পরিসংখ্যান ২০২৩-২৪
২	পকেট রপ্তানি পরিসংখ্যান ২০২৩-২৪
৩	বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
৪	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নির্দেশিকা
৫	সাতটি পণ্যের ব্রোশিউর মুদ্রণ
৬	দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ গাজীপুর হতে বিভিন্ন ধরণের কান্ট্রি অব অরিজিন (সি.ও) ফরম মুদ্রণ
৭	ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৫ উপলক্ষ্যে সুভ্যেনির মুদ্রণ
৮	রপ্তানি ট্রফি এবং সিআইপি প্রদান অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকাশনা মুদ্রণ

ডি-নথির ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি: তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগের শতভাগ কার্যক্রম ডি-নথি অ্যাপ এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

ইনোভেশন: সার্টিফিকেট অব অরিজিন (সি.ও) ফরমসমূহ পে-স্লিপের মাধ্যমে বিতরণ।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র (টিআইসি)

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্রে রপ্তানিকারক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক এবং ছাত্রছাত্রীগণ বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য পরিদর্শন করে থাকেন। বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র (টিআইসি) ১৯৬৩ সাল থেকে কাজের ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে পূর্নগঠনের পর থেকে তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ একটি নলেজ সেন্টার ও সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও বিভিন্ন ক্রেতা হতে সরাসরি সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশন ও রপ্তানিকারকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

টিআইসি'র সেবাসমূহ:

- ম্যাগাজিন/সাময়িকী/পত্রিকা সংরক্ষণ;
- পণ্য ও দেশভিত্তিক রপ্তানিকারক ও আমদানীকারকদের তালিকা সংরক্ষণ;
- রপ্তানিকারকদের বাণিজ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রদান;
- রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত দৈনিক পত্রিকার ক্লিপিংস, ফাইলিং ও স্ক্যানিং-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ;
- টিআইসি হতে একজন ভিজিটরকে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যসমূহ সরবরাহ এবং ই-মেইলেও সেবা প্রদান;
- লাইব্রেরীর বইসমূহ, রিপোর্ট, জার্নাল-ম্যাগাজিন তথা বিভিন্ন হার্ডকপি দ্বারা সেবা প্রদান;
- বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্রে বই/পত্র-পত্রিকা/প্রতিবেদন/সাময়িকী আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বিষয়ক বিভিন্ন ধরণের পুস্তিকা, ট্যারিফ সিডিউল বিষয়ক প্রকাশনা সংরক্ষণ;
- ইপিবি'র ওয়েবসাইটে ট্রেড ইনফরমেশন সেন্টার লিংক (www.epb.gov.bd/trade information centre) ব্যবহার করে ভিজিটরগণ বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে সেবা প্রদান।
- এক্সপোটার্স ডাটাবেজে বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানিকারকদের কোম্পানী প্রোফাইল সন্নিবেশিত আছে। রপ্তানিকারকদের নিজস্ব কোম্পানী প্রোফাইল অবলোকন করতে পারেন।

প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যা দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইপিবির প্রধান কার্যালয়ের ০৬টি বিভাগের মধ্যে প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ কেন্দ্রীয় ও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রপ্তানি খাতের ভূমিকা সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ইপিবিকে দক্ষিণ এশিয়ার মডেল রপ্তানি উন্নয়ন এবং বাজার সুদৃঢ়করণ ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড বেগবান করার পাশাপাশি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমুহকে দ্রুত সহজীকৃত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

প্রশাসন শাখা:

- মাননীয় বাণিজ্য উপদেষ্টার সভাপতিত্বে গত ০৮-০৯-২০২৪ এবং ১৫-১২-২০২৪ খ্রিঃ তারিখ ব্যুরোর পরিচালনা পর্ষদের ১৪৬ ও ১৪৭তম সভা আয়োজন এবং উক্ত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ;
- ব্যুরোর ১২টি মাসিক সমন্বয় সভা সফলভাবে আয়োজন এবং উক্ত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- সরাসরি নিয়োগযোগ্য ব্যুরোর ৪৪টি শূন্য পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশপূর্বক টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মাধ্যমে অনলাইনে প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে;
- ইপিবির স্ব-অর্থায়নে ২৮২.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে (মে ২০২২–জুন ২০২৬) শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকায় রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০২৪ তারিখ গণপূর্ত বিভাগ-৩ ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান-ইউসিসিএল-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে ভবনের তৃতীয় বেসমেন্টের ছাদ ঢালাই চলমান; ভৌত অগ্রগতি ৩১%;
- সিআইপি ও রপ্তানি ট্রফি নির্বাচন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং রপ্তানি পরিসংখ্যান প্রকাশ এর সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এছাড়া, রপ্তানিকারক ডাটাবেজ এবং ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো এর মাধ্যমে সার্টিফিকেট অব অরিজিন প্রদান কার্যক্রম পাইলটিং পর্যায়ে চালু করা হয়েছে;
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন;
- সরকারের ডিজিটালাইজেশন কর্মসূচির আলোকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ডি-নথি ব্যবস্থাপনায় নথি নিষ্পত্তিকরণ;
- ব্যুরোর ১৭৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ২৭৭ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- খসড়া প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর বিদ্যমান অর্গানোগ্রামকে যুগোপযোগীকরণ/পুণর্গঠনের উদ্দেশ্যে গত ২৯-০৯-২০২৪ তারিখ ০৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অর্থ শাখা:

প্রশাসনিক তহবিল:

- ব্যুরোর প্রশাসনিক খাতের বাজেট প্রণয়ন এবং তা মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়;
- চলতি অর্থ বছরে বেতন ভাতা খাতে প্রাপ্ত সরকারি অনুদান হতে ব্যুরোর আঞ্চলিক ও শাখা কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে (EFT) Eloctronic Faund Transfer করা হয়;
- অফিস পরিচালনা ও অন্যান্য বায় নির্বাহ বাবদ নিজস্ব তহবিল হতে বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যুরোর আঞ্চলিক ও শাখা কার্যালয়ের অফিস পরিচালনার জন্য অনুমোদিত অর্থ সংশ্লিষ্ট শাখা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্থানান্তর করা হয়;
- বিভিন্ন বিভাগ হতে তাদের তাৎক্ষনিক/জরুরী প্রয়োজনে অগ্রীম পরিশোধিত অর্থ পরবর্তীতে ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়;
- বিভিন্ন বিভাগ হতে প্রেরিত বিল সমুহের বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পরিশোধ করা হয়;
- পরিশোধিত বিল হতে ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়;
- অর্থ বছর শেষে আয় ব্যয় হিসাব প্রাপ্তি পরিশোধ হিসাব, নগদায়ন বই, খতিয়ান বই ইত্যাদি তৈরী করা হয় যা নিরীক্ষন দল কর্তৃক (C/A and AG, Audit) দ্বারা নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়;
- ২০২৪–২৫ অর্থবছরে ইপিবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে ১২,০০,৭৩,০০০ টাকা সরকারি অনুদান বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা ৪ কিস্তিতে PL (Personal Ledger) অ্যাকাউন্টে ছাড় করা হয়;
- জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ইপিবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইএফটি-এর মাধ্যমে PL অ্যাকাউন্ট থেকে পরিশোধ করা হয়েছে, যার মোট পরিমাণ ১১,৫০,৭৫,৩৭৪.৬৭ টাকা;

- অফিস পরিচালনার অন্যান্য ব্যয় নির্বাহে ইপিবির নিজস্ব তহবিল হতে বরাদ্দকৃত ২৫,৬৭,৬৩,০০০ টাকা হতে আউটসোর্সিং কর্মীদের বেতন-ভাতা, অফিস ভাড়া, ডাক-টেলিফোন, ইন্টারনেট, হায়ারিং চার্জ (পরিবহন), ভ্রমণ ভাতা, স্টেশনারি, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, ওয়াসা বিল, সম্মানী, নিরাপত্তা প্রহরী, অটোমেশন, হোস্টিং, আসবাবপত্র, কম্পিউটার, আইসিটি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ইত্যাদি বাবদ মোট ৯,৬৮,৬৬,১১৯ টাকা ব্যয় করা হয়;
- এছাড়া রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণ বাবদ ২০২৪–২৫ অর্থবছরে ৬৭,০০,০০,০০০ টাকা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।

বাজার উন্নয়ন তহবিল:

- ব্যুরোর বাজার উন্নয়ন তহবিল এর বাজেট উন্নয়ন ও অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করা হয়;
- আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত দূতাবাসের মাধ্যমে তহবিল প্রেরণ করা হয়;
- বাজেট বরাদ্দ হতে আঞ্চলিক ও শাখা কার্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত (অনুমোদিত) অর্থ প্রেরণ করা হয়;
- বিভিন্ন বিভাগ হতে প্রেরিত বিলসমূহ খাতভিত্তিক ব্যয় নিশ্চিত করা হয়;
- অর্থ বছর শেষে প্রাপ্তি পরিশোধ হিসাবসহ ক্যাশ বই, খতিয়ান বই ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয় যা (C/A and AG, Audit) দ্বারা নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়;
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রপ্তানি বাজার উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল কর্তৃক ইপিবির নিজস্ব তহবিল হতে টা. ৪৭,১৫,০০,০০০ বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়। এ তহবিল থেকে স্টেশনারি, প্রচার-প্রচারণা, মুদ্রণ, আপ্যায়ন, উপহার, মেরামত, জ্বালানি, সেমিনার, ট্রফি বিতরণ, বিদেশে প্রদর্শনী কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ, বাজার গবেষণা, আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, সিআইপি কার্ড বিতরণ, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, পণ্য উন্নয়ন, উৎসব ও অনুষ্ঠানাদি বাবদ মোট ২১,৩৯,২৮,১৩১.৫৫ টাকা ব্যয় করা হয়।

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, যানবাহন ও প্রযুক্তি সরঞ্জাম সরবরাহ;
- বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;
- সরকারি আর্থিক বিধিমালা কঠোর প্রতিপালন ও নিয়মিত অডিট তদারকি;
- অফিস শৃঙ্খলা, উপস্থিতি ও কর্মদক্ষতা তদারকির জন্য ডিজিটাল এন্ট্রি সিস্টেম চালুকরণ;
- আচরণবিধি ও শৃঙ্খলাবিধি যথাযথ বাস্তবায়ন;
- প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- বাণিজ্য ও অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বিত কর্মকৌশল বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ;
- অংশীজন ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ বজায় রাখা;
- ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, অন্যান্য প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠানে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন;
- মেলা অংশগ্রহণকারীদের সেবা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সফল আয়োজন নিশ্চিতকরণ।

ডি-নথির ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি

ডিজিটালাইজেশন কর্মসূচির আলোকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ডি-নথি ব্যবস্থাপনায় নথি নিষ্পত্তিকরণ।

ইনোভেশন কার্যক্রম

সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে অর্থাৎ রপ্তানিকারকদেন সময়, অর্থ ব্যয় এবং যাতায়াত (TCV) কমানোর লক্ষ্যে রপ্তানির বিপরীতে শুদ্ধ সুবিধা সংক্রান্ত সনদ (SOO) ইস্যু, রপ্তানিকারক ডাটাবেজ ইত্যাদি সেবা ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডোর (NSW) ব্যবস্থার সাথে সংযুক্তকরণ।

বার্ষিক অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি

২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত হিসাব নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ২০১০-১১ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৭৩টি (৫৫+১৮)। চলতি অর্থ বছরে ৩টি আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে আপত্তির সংখ্যা ৭০টি, যার মধ্যে ৪৯টি এসএফআই ও ২১টি নন-এসএফআই।

সেবা প্রদানে সহজীকরণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

- ই-নথি ই-ফাইলিং ব্যবস্থা শতভাগ চালু ও বাধ্যতামূলককরণ;
- সকল সেবা প্রদানের শতভাগ ডিজিটাল রূপান্তর (CoO/SoO, CIP নির্বাচন, রপ্তানিকারক নিবন্ধন, ডিআইটিএফ, এর সকল স্পেস বরাদ্দ ইত্যাদি);
- রিসার্চ সেল প্রতিষ্ঠা ও সার্ভিস ডেলিভারি পদ্ধতির সংস্কারের মাধ্যমে ইপিবির সেবামুখী পুনর্গঠন;

- নিরীক্ষা ও মনিটরিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ;
- আঞ্চলিক ও শাখা কার্যালয়ে জনবল ও সরঞ্জামসহ স্বয়ংক্রিয় সেবা কেন্দ্র চালুকরণ;
- দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণ ও অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক বানিজ্য সহায়ক রিসোর্স পুল গঠন;
- MSMEs-এর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রকল্প গ্রহণ;
- রপ্তানি সেবা নিরবচ্ছিন্ন করণার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, NBR, BIDA ও চেম্বারসমূহের সঙ্গে সমন্বিত টাস্কফোর্স গঠন;
- ডেভেলপমেন্ট পার্টনার, ট্রেড প্রমোশন অর্গানাইজেশন ও উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে প্রকল্পভিত্তিক সহযোগিত জোরদারকরণ;
- রপ্তানি সংক্রান্ত সকল সংস্থার মধ্যে তথ্য শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম স্থাপন;
- রপ্তানিকারকদের জন্য মার্কেট ইন্টেলিজেন্স ওয়েবসাইট চালু ও হালনাগাদকরণ;
- সম্ভাব্য বাজার ও পণ্যের চাহিদা নিরুপণে প্রকল্প গ্রহণ;
- গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রকল্প গ্রহণ;
- আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের গুণগতমান তুলে ধরতে ব্র্যান্ডিং প্রচারণা;
- বৈশ্বিক অনলাইন মার্কেটপ্লেসে প্রবেশে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ই-কমার্স জায়ান্টদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে এক্সপোর্ট হাব প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় ই-কমার্স রপ্তানি কৌশল প্রণয়ন।

আইসিটি সেলের কার্যক্রম ও অর্জন

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় হতে প্রদত্ত দিকনির্দেশনার আলোকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০২৪–২০২৫ অর্থবছরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যুরোর বিভিন্ন কার্যক্রম আধুনিকীকরণ, স্বয়ংক্রিয়করণ ও জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ডিজিটাল সেবার সম্প্রসারণ ও সিস্টেম উন্নয়ন:

Exporter Management System (EMS)
রপ্তানিকারকবৃন্দের নিবন্ধন, নবায়ন, তথ্য হালনাগাদ ও নগদ সহায়তার সুপারিশ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া অনলাইনে রূপান্তরিত।

Export Tracker System
রপ্তানিকারকরা নিজ নিজ আবেদন ও সেবার অগ্রগতি অনলাইনে রিয়েল টাইমে ট্র্যাক করতে পারছেন।

e-CLP System
ডিজিটাল মাধ্যমে ১১টি CoO (Certificate of Origin) এর আবেদন ও সার্টিফিকেট প্রদানের করা হয়েছে।

Dhaka International Trade Fair
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (DITF)-তে স্টল বরাদ্দের আবেদন গ্রহণ, যাচাই-বাছাই, বরাদ্দ এবং স্টল নম্বর নির্ধারণের সম্পূর্ণ কার্যক্রম অনলাইনভিত্তিক করা হয়েছে।

CIP & Export Trophy Management System
প্রতিষ্ঠানসমূহকে CIP (Commercially Important Person) এবং Export Trophy প্রদানের আবেদন, যাচাই, নমিনেশন, স্কোরিং এবং ফলাফল প্রকাশসহ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া অনলাইনভিত্তিক করা হয়েছে।

International Trade Fair Management System
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠানের আবেদন, স্ক্রুটিনি, অনুমোদন, স্টল বরাদ্দ, অংশগ্রহণ প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে।

পে-স্লিপ সিস্টেম (Payslip System)
সেবার আর্থিক মূল্য নগদ টাকার পরিবর্তে পে-স্লিপ সিস্টেম (Payslip System) এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে।

One-Stop Export Service Platform
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)-এর One Stop Service (OSS) বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

ওয়েবসাইট ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন:

EPB-র ওয়েবসাইট (https://epb.gov.bd) হালনাগাদ ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি।

সেবার ফর্ম, নির্দেশিকা, ফি কাঠামো, নীতিমালা ইত্যাদি ওয়েবসাইটে সহজলভ্য করা হয়েছে।

বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার (বিসিএফইসি) ভেন্যু ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমকে সহজতর ও স্বয়ংক্রিয় করতে ডিজিটাল Venue Booking System চালু করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ, প্রবণতা নিরূপণ, রপ্তানি সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার লক্ষ্যে Market Intelligence Website চালু করা হয়েছে। এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে উদ্যোক্তা, রপ্তানিকারক ও নীতিনির্ধারকরা নির্ভরযোগ্য ডেটা এবং বিশ্লেষণ সহজেই উপস্থাপন করতে পারছেন।

রপ্তানি কার্যক্রমের তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তার লক্ষ্যে প্রত্যেক মাসে ইপিবির তথ্য বাতায়নে রপ্তানি পরিসংখ্যান (Export Statistics) প্রকাশ করা হয়।

অনলাইন প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কার্যক্রম:

রপ্তানিকারকদের জন্য ভিডিও টিউটোরিয়াল, অনলাইন প্রশিক্ষণ ও নির্দেশিকা প্রকাশ।

YouTube, Facebook, LinkedIn ও Instagram এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রচার।

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতনতা বাড়াতে সেমিনার ও ভার্চুয়াল কর্মশালার আয়োজন।

ই-সেবা সহজীকরণ ও প্রান্তিক পর্যায়ে সম্প্রসারণ:

জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দিতে হেল্পডেস্ক ও সাপোর্ট সিস্টেম চালু।

ই-ফাইলিং, ই-পেমেন্ট এবং ই-নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাজের স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ২০২৫-২৬:

একটি One-Stop Export Service Platform চালুর মাধ্যমে সকল সেবা এক প্ল্যাটফর্মে আনয়ন।

ক্লাউডভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণ, সাইবার সিকিউরিটি সিস্টেম এবং AI ভিত্তিক সেবার প্রচলন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), Block chain ও মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা।

ডিজিটাল কানেক্টিভিটি ও সোশ্যাল মিডিয়া এনগেজমেন্ট:

Facebook: facebook.com/epb.gov.bd – সার্ভিস আপডেট, খবর, ইভেন্ট নোটিশ এবং সচেতনতামূলক কনটেন্ট

YouTube: youtube.com/@exportpromotionbureau-epb – প্রশিক্ষণ ভিডিও, সফলতা গল্প ও প্রমোশনাল ম্যাটেরিয়াল

LinkedIn: linkedin.com/company/export-promotion-bureau – পেশাজীবী, ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের সাথে প্রফেশনাল কানেকশন গড়ে তোলা

Instagram: instagram.com/epbbanglades – ভিজ্যুয়াল কনটেন্টের মাধ্যমে storytelling এবং যুব সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা

Twitter (X): x.com/epbbangladesh – দ্রুত তথ্য প্রকাশ, প্রেস আপডেট এবং আন্তর্জাতিক অডিয়েন্সের সঙ্গে তাৎক্ষণিক interaction

বস্ত্র বিভাগ

বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক ও বস্ত্র সামগ্রী রপ্তানিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ প্রদত্ত শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রাপ্তিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর বস্ত্র বিভাগ এ খাতের রপ্তানিকারকদের অনুকূলে সেবা প্রদান করে থাকে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এ বিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত সেবা প্রদান করা হয়েছেঃ

রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও নবায়ন:

শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধা প্রদানে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর Export Management System (EMS) সফটওয়্যারের মাধ্যমে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ব্যুরোর নিবন্ধন ও নিবন্ধন নবায়ন কার্যক্রম ২০২৩-২৪ অর্থবছর হতে সম্পন্ন করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০৫ টি নতুন তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান এবং ৬৫৪টি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নবায়ন করা হয়েছে।

প্রিফারেন্সিয়াল সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যু:

ব্যুরোর বস্ত্র বিভাগ তৈরি পোশাক ও অন্যান্য টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানির বিপরীতে প্রিফারেন্সিয়াল সার্টিফিকেট অব অরজিন ইস্যু করে থাকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সময়ের পরিপত্র অনুযায়ী Bangladesh National Single Window (BSW)-এর মাধ্যমে Preferential Certificate of Origin ইস্যুর আবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তৈরি পোশাক ও অন্যান্য টেক্সটাইল পণ্য খাতে ইস্যুকৃত Preferential Certificate of Origin সংখ্যা নিম্নরূপ:

প্রিফারেন্সিয়াল সার্টিফিকেট অব অরিজিন

সংখ্যা	স্কিম	দেশ
৬৯,৬৪২ টি	জিএসপি	জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া, নিউজিল্যান্ড
৫৪,৭৫৮ টি	সাফটা/সাপটা	ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান
৩৩৮ টি	আপটা	ভারত, শ্রীলংকা, চীন, লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া, মংগোলিয়া
০৯ টি	ডিপিডি টিপিএসপি	থাইল্যান্ড
০৪ টি	ডি-৮	মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, তুরস্ক
৪৬,২০০ টি	DFQF সিও	চীন, কোরিয়া, চিলি
১৩ টি	Annex-III	মেক্সিকো

REX রেজিস্ট্রেশন:

ক) Self Declaration System:

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে ও তুরস্কে বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রাপ্তিতে রপ্তানিকারককে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডাটা-বেইজ এ নিবন্ধিত হয়ে Registered Exporter Number (REX) গ্রহণ করতে হয়। Competent Authority হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর REX এর আওতায় রপ্তানি মনিটরিং, ভেরিফিকেশনসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নকে সকল প্রকার প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। REX কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বস্ত্র বিভাগ কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে:

- বস্ত্র খাতের ১২০টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে REX Registration নাম্বার প্রদান করা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট দেশের শুল্ক কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী REX ব্যবস্থায় রপ্তানি consignment-এর উপর ৫০টি Verification-এর জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

খ) Developing Countries Trading Scheme (DCTS)

এর আওতায় যুক্তরাজ্যে রপ্তানি কার্যক্রম Competent Authority হিসেবে ইপিবি মনিটরিং, ভেরিফিকেশন ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে রপ্তানিকারককে UK-তে রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যাদি ব্যুরোর Export Tracker System-এ দাখিল করতে হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাজ্যে self-certification-এর মাধ্যমে রপ্তানিকৃত ১৩টি কনসাইনমেন্টের ভেরিফেকেশনের জবাব যুক্তরাজ্য কাস্টমস অথরিটি/ HMRC বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

GIZ-এর প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম:

GIZ-এর কারিগরি সহায়তায় দুইটি প্রকল্প "Skills for Self-Monitoring and Compliance with Clean and Fair Production in the Textile Industry in Bangladesh (SCAIP)" এবং Sustainability in the Textile Sector (STILE II) বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দায়িত্ব পালন করছে। প্রকল্প দুটি ২০২৪-২০২৭ সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে GIZ ও ইপিবি প্রণীত Action Plan অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কমপ্লায়েন্স মনিটিরিং সেল (সিএমসি)

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কমপ্লায়েন্স মনিটিরিং সেল (সিএমসি) এর তত্ত্বাবধানে তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিক/ কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমান চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার আলোকে উদীয়মান রপ্তানি খাত যেমন: লেদার, ফার্নিচার, প্লাষ্টিক, এক্সেসরিজ পণ্য প্রভৃতি খাতে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন করা হচ্ছে। এছাড়া মিড-লেভেল ম্যানেজার/ কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজী (বিইউএফটিএ)-এর মাধ্যমে ০৬ মাস মেয়াদী ৪র্থ চ্যাচের প্রফেশনাল গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা (পিজিডি) কোর্স সম্পন্ন হয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণ প্রকল্প

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ঢাকাস্থ শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকায় ০১ (এক) একর আয়তনের প্লট (প্লট: ই-৫/বি) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে বরাদ্দ গ্রহণ করে। ব্যুরোর নিজস্ব অর্থায়নে উক্ত প্লটে নান্দনিক "রপ্তানি উন্নয়ন ভবন" নির্মিত হচ্ছে। রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপিতে (১ম সংশোধনী) ভবন নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮২০৫.৬২ লক্ষ (দুইশত বিরাশি কোটি পাঁচ লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা এবং মে ২০২২ – জুন ২০২৬ মেয়াদে প্রকল্পটি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ১৫ তলাবিশিষ্ট (০৩টি বেইজমেন্টসহ) আধুনিক সুবিধাদী সংবলিত প্রধান কার্যালয় নির্মাণ।

রপ্তানি উন্নয়ন ভবনটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে- (ক) ব্যুরোর নিজস্ব দপ্তর প্রতিষ্ঠা হবে (খ) ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে (গ) ব্যুরোর ভাড়া বাবদ ব্যয় সাশ্রয় হবে (ঘ) ভবন ভাড়া থেকে অর্থ আয় হবে (ঙ) দেশের রপ্তানিকারকদের প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হবে (চ) বিদেশি ক্রেতা ও দেশি উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারকদের দ্বি-পাক্ষিক/ত্রি-পক্ষীয় সভার স্থান সংকুলান হবে (ছ) পণ্য এবং বাজার সৃষ্টির প্রচারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হবে (জ) এছাড়া, ভবনটি বিদেশি ক্রেতাদের আস্থা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্থান সুদৃঢ়করণসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিকশিতকরণ রপ্তানি বৃদ্ধি, পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, পণ্য উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ এবং বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য ভারসাম্য সৃষ্টিতে বহুমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অপরিসীম ভূমিকা রাখবে।

গত ০৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় ব্যুরোর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রপ্তানি উন্নয়ন ভবন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান UCCL The United Construction Company Limited নির্বাচনপূর্বক ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। গত ০১ জুলাই ২০২৪ তারিখ ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান-UCCL The United Construction Company Limited এর মধ্যে প্যাকেজ নং কাজ (W-১) (Construction of 12- storied Export Promotion House with 3 basement including internal sanitary, internal electrification and ancillary works at Agargoan, Dhaka) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে প্রাপ্ত বরাদ্দ ৬৭০০ লক্ষ টাকা (নিজস্ব অর্থায়ন)।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যয়: ৫০,২৩,৫৭,৯১৭/- টাকা মাত্র (নিজস্ব অর্থায়ন)।

প্রকল্পের ৩য় ও ২য় বেজমেন্টের ছাদ ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বেজমেন্টের ০১ এর ছাদ ঢালাই এর কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। প্রকল্পের ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল কাজের ৭ (সাত)টি প্যাকেজের মধ্যে ০৫টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২ (দুই)টি প্যাকেজ মূল্যায়নাধীন।

আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম হলো বাংলাদেশের প্রধান বন্দর নগরী। বন্দর নগরীকে কেন্দ্র করে এখানে তিনটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো হলো চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, কর্ণফুলি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং কোরিয়ান রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। তাছাড়া চট্টগ্রামের মিরসরাই-এ একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এবং একটি গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের কাজও চলমান। চট্টগ্রাম বন্দরকে ঘিরে অনেকগুলো ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান রপ্তানি পণ্য হলো-তৈরী পোশাক, জুতা, চিংড়ি, হিমায়িত মাছ, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, শুকনা খাদ্য সামগ্রী, স্লিপিং ব্যাগ, মেটাল স্ক্র্যাপ, ডিফমরড বার, পেট বোতল চিপস, প্লাষ্টিক সামগ্রী, তাঁবু, ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী, গ্লোভস, ডক্টরস এপ্রোন, গলফ সাফট, তিল বীজ, বাইসাইকেল, চামড়া, টেরিটাওয়েল, কটন রাগস, গ্লাস, গরুর নাড়িভুরি, রাইস ব্রান ওয়েল, শাকসবজি, পাট ও পাটজাত পণ্য, চা, ক্যারিং ব্যাগ, কাঁকড়া, রশি, জিংক অক্সাইড, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক BSW প্রকল্পের আওতায় অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে ব্যুরো কর্তৃক সকল প্রকার সার্টিফিকেট, লাইসেন্স ও পারমিট BSW অনলাইনে কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে বিগত ২৯-০১-২০২৫ এবং ৩০-০১-২০২৫ ইং তারিখে দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্যুরোর চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সেবা গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণটি প্রদান করেন।

ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়ের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় পরিদর্শন:

বিগত ২৩-০২-২০২৫ ইং তারিখ ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয় চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় পরিদর্শন করেন। ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের সেবার মান এবং কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয় চট্টগ্রাম কার্যালয়ের প্রস্তাবিত নতুন অফিস স্পেস ঘুরে দেখেন।

(ক) **রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান:** বিভিন্ন রপ্তানিকারকের চাহিদা মোতাবেক অত্র কার্যালয় হতে নতুন পণ্য (সিমেন্ট, কৃষি ও হস্তজাত শিল্প) এবং নতুন বাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান। বিশ্বে বিভিন্ন দেশের শুল্ক হার সংক্রান্ত তথ্য Market Access Map হতে সংগ্রহ পূর্বক রপ্তানিকারকদের নিকট তথ্য প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন রপ্তানিকারকদের চাহিদা মোতাবেক আমদানি কারকদের তালিকা প্রদান করা হয়।

(খ) বেপজা, চিটাগং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্টিজ, চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বারের রপ্তানি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং নতুন রপ্তানিকারকদের রপ্তানির বিষয়ে তথ্য প্রদান।

(গ) ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন সময়ে রপ্তানীকারক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ব্যুরোর চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় পরিদর্শন করে। দর্শনার্থীদের চাহিদা মোতাবেক বিদেশী আমদানীকারকদের ঠিকানা, পণ্যের তথ্যাদি, বিভিন্ন দূতাবাসের ঠিকানা ও বিবিধ প্রচারপত্র বিতরণ/সরবরাহ করা হয়।

সার্টিফিকেট অব অরিজিন:-

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তৈরী পোশাক ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী রপ্তানীর বিপরীতে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর চট্টগ্রামস্থ আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে সার্টিফিকেট অব অরিজিন (সি.ও), এ্যানেক্স III, সাপটা, সাফটা, আপটা ও কেপিটি ইত্যাদি সনদ ইস্যু করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর আঞ্চলিক কার্যালয় হতে বিভিন্ন ধরণের সনদ জারীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

৪৭১৬ সাপটা ও সাফটা	৩২৪০ কেপিটি	২৬৮ আপটা
১৬৭৬ চায়না সি.ও.	১৯ মেক্সিকো সি.ও. (এ্যানেক্স III)	৯৪৭ চিলি সি.ও.
২৭ থাইল্যান্ড সি.ও	১০,৮৯৫ মোট	

জিএসপি সার্টিফিকেটঃ-

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর আঞ্চলিক কার্যালয় হতে তৈরী পোশাক, নীটওয়্যার, হোম টেক্সটাইল, চিংড়ি. চা, পাটজাত দ্রব্য, জুতা ও অন্যান্য সামগ্রী ইইউ দেশসমূহসহ জাপান, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, অষ্ট্রেলিয়া, বেলারুশ, রাশিয়া, তুরস্ক ও অন্যান্য দেশে রপ্তানির বিপরীতে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় হতে ৯৯৫৯ টি জিএসপি সনদ (টেক্সটাইল) এবং ৯৪৩টি জিএসপি সনদ (নন-টেক্সটাইল) জারী করা হয়, যার বিবরন নিম্নরূপ:

৯৯৫৯ টি

জিএসপি সনদ (টেক্সটাইল)

৯৩৪ টি

জিএসপি সনদ (নন-টেক্সটাইল)

রপ্তানিকারক নিবন্ধন ও নবায়ন:

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো থেকে সেবা গ্রহণকারী রপ্তানীমূখী সকল তৈরী পোশাক শিল্পসহ বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যুরোর সাথে নিবন্ধিত হতে হয়। প্রতি বছর নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে নতুন নিবন্ধন প্রদান এবং পুরাতন নিবন্ধন নবায়ন করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় হতে নিম্নলিখিত সংখ্যক নিবন্ধন সনদ জারী ও নবায়ন করা হয়:

নিবন্ধন (টেক্সটাইল ও নন টেক্স):

২৯ টি

নিবন্ধন (নতুন)

৩৮৫ টি

নিবন্ধন নবায়ন

আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা

এ অঞ্চলের বাগেরহাটের মংলায় একটি সমুদ্র বন্দর যা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর। মংলায় একটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড) যা যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করছে। খুলনাকে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। খুলনা দেশের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক অঞ্চল। এলাকায় প্রধান শিল্পখাত হলো পাট ও পাটজাত দ্রব্য, সুপারি, সাদামাছ ও সামুদ্রিক মাছ, মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, চিনি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি।

(ক) সাফটা চুক্তির আওতায় মোট ১১,৫৩৪টি সাফটা সনদ (সিও) ইস্যু, ৩৪টি সনদ রি-ইস্যু করা হয়েছে এবং ১২,১১০সেট সাফটা (সিও) ফরম বিক্রি করা হয়েছে।

(খ) সাপটা চুক্তির আওতায় মোট ১২২টি সাপটা সনদ ইস্যু করা হয়েছে এবং ১৪০টি সাপটা ফরম বিক্রি করা হয়েছে।

(গ) আপটা চুক্তির আওতায় মোট ১৩টি আপটা সনদ ইস্যু করা হয়েছে এবং ১৫টি আপটা ফরম (সিও) বিক্রি করা হয়েছে।

(ঘ) ইইউভূক্ত দেশসমূহের জিএসপি স্কীমের আওতায় মোট ১৪৩টি জিএসপি সনদ ইস্যু, ০৪টি সনদ রি-ইস্যু করা হয়েছে এবং ৫০৭ সেট জিএসপি (ফরম-এ) বিক্রি করা হয়েছে।

(ঙ) গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শুল্ক সুবিধার আওতায় মোট ১১৫৫টি চায়না সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যু ও ১৩টি সনদ রি-ইস্যু এবং মোট ১৩১১ সেট চায়না (সিও) ফরম বিক্রি করা হয়েছে।

(চ) এ অর্থবছরে ৩৪টি কোরিয়ান সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যু করা হয়েছে এবং ৩৭ সেট কোরিয়ান ফরম বিক্রি করা হয়েছে।

(ছ) ০১ চিলি সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যু করা হয়েছে এবং ০১ সেট চিলি ফরম বিক্রি করা হয়েছে।

(জ) ০১ টি ডি-৪ সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যু করা হয়েছে এবং ০১ সেট ডি-৪ ফরম বিক্রি করা হয়েছে।

(ঝ) অত্র এলাকায় অবস্থিত নন-টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের জন্য তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত ৬৬টি আবেদন পত্র প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং অত্র কার্যালয় হতে ২০০টি নন-টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সনদ নবায়ন করা হয়েছে।

আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী

রাজশাহী অঞ্চলের প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহ হচ্ছে পাট ও পাটজাত পণ্য, তৈরী পোশাক, প্লাষ্টিক এ্যাগ্লোমরেটের, হালকা. প্রকৌশলজাত পণ্য, শাড়ী, লুঙ্গি, ওড়না, পরিত্যক্ত ঝুটকাপড়, লাইলন হিল্ডস, হার্ডওয়্যার, মশারী কাপড়, টিস্যু পেপার, নিউজপ্রিন্ট বই ইত্যাদি। রাজশাহী অঞ্চলের রপ্তানি কার্যক্রম মূলত: সোনামসজিদ, হিলি, সোনাহাট, বেনাপোল, ভোমরা প্রভৃতি স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে রপ্তানি হয়ে থাকে।

সিও ফরম বিক্রয় ও সনদ ইস্যুকরণ:

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহী হতে বিভিন্ন ধরনের সনদ জারীর বিবরণ নিম্নরূপ:

১৩২ টি
সাফটা টেক্সটাইল

৩২৭৪ টি
সাফটা নন-টেক্সটাইল

০২ টি
জিএসপি

০৩ টি
কেপিটি চায়না

৯৭ টি
রি-ইস্যু

৩৫০৮ টি
মোট

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহী বিগত ১৮.১২.২০২৪ খ্রি: তারিখ হতে বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো (বিএসডব্লিউ) (অনলাইন প্লাটফর্ম সফটওয়ার) এর মাধ্যমে সার্টিফিকেট অব অরিজিন (সিও) ইস্যুকরণ সেবা চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো (বিএসডব্লিউ) এর মাধ্যমে সার্টিফিকেট অব অরিজিন (সিও) সাবমিশন, পেমেন্ট, যাচাইকরণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সেবা সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

বাণিজ্য অনুসন্ধান ও তথ্যাদি বিতরণ:

ব্যুরোর প্রধান কার্যালয় হতে প্রাপ্ত বিদেশে বাংলাদেশী পণ্যের চাহিদাসহ আমদানীকারকদের ঠিকানা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সংক্রান্ত সংবাদ ও রপ্তানি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিভিন্ন বণিক সমিতিসহ প্রকৃত ও আগ্রহী রপ্তানিকারকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

নতুন রপ্তানিকারক সৃষ্টিকরণ:

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, রাজশাহী দপ্তর হতে রপ্তানি সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের ফলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও বগুড়া অঞ্চলে সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু প্রকৃত রপ্তানিকারক সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়েছে। উক্ত রপ্তানিকারকগণ বর্তমানে বাংলাদেশ হতে তাঁতবস্ত্র, পাট ও পাটজাত পণ্য, নাইলন হিল্ডস, পানির পাম্প মেশিন, ইম্পেলার, পাম্প শ্যাফ্ট, রাউন্ড কাপলিং ফ্লিঞ্চ, গ্রান্ড ফ্লিঞ্চ, বিয়ারিং গার্ড ইত্যাদি অপ্রচলিত পণ্য ভারতে রপ্তানি করে থাকেন। সোনামসজিদ ও বেনাপোল স্থল বন্দরের মাধ্যমে এ সকল পণ্য রপ্তানি কার্যক্রমে বিরাজমান সমস্যা নিরসনকল্পে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, রাজশাহী দপ্তর হতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কারখানা পরিদর্শন:

রাজশাহীর বিসিক শিল্প এলাকায় অবস্থিত কয়েকটি রেশম উৎপাদন কারখানা এবং বগুড়ায় অবস্থিত হালকা প্রকৌশলজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানীমুখী কারখানা পরিদর্শন করা হয়। এ ছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে অবস্থিত রপ্তানিমুখী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন শেষে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরন করা হয়।

শাখা কার্যালয়, সিলেট

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এর সিলেট আঞ্চলিক অফিসটি ১৯৭৮ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সময় পর্যায়ক্রমে সোট ১৯ জন কর্মকর্তা এ অফিসে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১. চাহিদা ভিত্তিক নন-টেক্সটাইল আইটেমের রপ্তানিকারকদের নিবন্ধন নবায়ন।

২. বিভিন্ন ফরম বিক্রয় ও বিক্রয় স্লিপ প্রদান।

৩. হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৪. শুল্কমুক্ত ও অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার সুবিধার আওতায় রপ্তানিকৃত পণ্যের কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ জারির মাধ্যমে রপ্তানি সেবা প্রদান।

পণ্যের ধরণ
আগর ও আগর তেল

উৎস অঞ্চল
মৌলভীবাজার

পণ্যের সম্ভাব্য বাজার
মধ্যপ্রাচ্য, চীন, জাপান

পণ্যের ধরণ
মৃৎশিল্প

উৎস অঞ্চল
বিশ্বনাথ

পণ্যের সম্ভাব্য বাজার
ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা

পণ্যের ধরণ
বেত ও বাঁশের সামগ্রী

উৎস অঞ্চল
সুনামগঞ্জ

পণ্যের সম্ভাব্য বাজার
জার্মানী , নেদারল্যান্ড

পণ্যের ধরণ
প্রাকৃতিক পাথর

উৎস অঞ্চল
জাফলং

পণ্যের সম্ভাব্য বাজার
ভারত

পণ্যের ধরণ
হারবাল/জৈব পণ্য

উৎস অঞ্চল
মৌলভীবাজার

পণ্যের সম্ভাব্য বাজার
দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপ

পণ্যের ধরণ
সাতকরা ও আঞ্চলিক ফল

উৎস অঞ্চল
বৃহত্তর সিলেট

পণ্যের সম্ভাব্য বাজার
যুক্তরাজ্য, ইউরোপ

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

১। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ইপিবি সিলেট ২টি অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা করে। স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের কথা শোনে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

২। ইপিবি নিয়মিতভাবে সিলেট ভিত্তিক রপ্তানিকারকদেরকে ডিআইটিএফ এ অংশগ্রহনে উৎসাহ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে।

৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী ফরম বিক্রির চার্জ থেকে এবং সার্ভিস চার্জ থেকে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে।

৪। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সিলেট শাখা অফিস হতে মোট ৭৪৯ টি সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। যার মধ্যে সাফটা সার্টিফিকেট ২২২ টি এবং আপটা সার্টিফিকেট ৫২৭ টি ইস্যু করা হয়েছে।

শাখা কার্যালয়, কুমিল্লা

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, কুমিল্লা কার্যালয় ১৯৭৯ সালে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠা সময় থেকে এ পর্যন্ত ২০ জন কর্মকর্তা এই কার্যালয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি, গৃহীত কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১ চাহিদা ভিত্তিক নন-টেক্সটাইল আইটেমের রপ্তানিকারকদের নিবন্ধন নবায়ন।

২. বিভিন্ন ফরম বিক্রয় ও বিক্রয় স্লিপ প্রদান।

৩. হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৪. শুল্কমুক্ত ও অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার সুবিধার আওতায় রপ্তানিকৃত পণ্যের কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ জারির মাধ্যমে রপ্তানি সেবা প্রদান।

ইমপ্লিমেন্ট্যাশন

কুমিল্লা মাটি শিল্প, তাঁত, হস্তশিল্প ও খাদ্যপণ্য রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

নতুন সম্ভাবনাময় পণ্য:

বাঁশ ও বেতের হস্তশিল্প

আমসত্ব, আচার, শুকনা মরিচ

জৈব সার (কম্পোস্ট)

নকশি কাঁথা, হাতে তৈরী ব্যাগ

লাউ, কুমড়া, ড্রাগন ফল

অনলাইন গার্মেন্টস পণ্য

অপ্রচলিত কিন্তু সম্ভাবনাময় পণ্য:

খাদি কাপড়

মাটির জিনিস

মৃৎ শিল্প সামগ্রী (Clay)

অন্বেষন:

১. স্থানীয় পণ্যের তালিকা তৈরী ও বাজার জরিপ।

২. কৃষক ও কারিগরদের সাথে যোগাযোগ।

৩. প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কার্যক্রম।

৪. রপ্তানি প্রদর্শনী ও অনলাইন প্রচার।

৫. বিদেশী ক্রেতার সাথে যোগাযোগ।

৬. পণ্য উন্নয়ন ও ব্রান্ডিং সহায়তা।

রপ্তানি সম্প্রসারণ:

১. আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে কুমিল্লা স্থানীয় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সহায়তা।

২. অন লাইন পোর্টালে কুমিল্লা অঞ্চলের রপ্তানি যোগ্য পণ্যের ক্যাটালগ তৈরী ও প্রচার।

৩. কুমিল্লায় নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য রপ্তানি প্রনোদনা স্কিম ও পরামর্শ কেন্দ্র চালু।

৪. কুমিল্লা ইপিবির উদ্যোগে বাইরের দেশগুলোর বাণিজ্যিক মিশনের সঙ্গে ভার্চুয়াল মিটিং এবং প্রোডাক্ট প্রেজেন্টেশন আয়োজন। এই ক্ষেত্রে সরকারী সহযোগিতা ও আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন।

৫. দেশের বাইরে সম্ভাব্য আমদানীকারকদের জন্য "buyer-seller meets" আয়োজন।

কুমিল্লা শাখা কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

১. কুমিল্লা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বর্তমানে সব ধরনের সেবা জিএসপি, সাপটা, আপটা, চায়না সিও , কোরিয়ান সিও সব ধরনের সনদ এবং নবায়ন কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে অনলাইনে সম্পন্ন করছে।

২. অনলাইন ফরম বিক্রয় ও হিসাব রক্ষণাবেক্ষণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত।

৩. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক কাগজপত্র অনলাইনে যাচাই করে সনদ ইস্যু।

৪. বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন অনুযায়ী শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা।

৫. সঠিক সময়ে নথিপত্র ও প্রতিবেদন প্রেরণ।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের রপ্তানি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যাদি

কুমিল্লা শাখা অফিস হতে জিএসপি সার্টিফিকেট ৭০১টি, সাফটা সার্টিফিকেট ৭২৩টি, আপটা সার্টিফিকেট ৬৫৮টি, চিলি সার্টিফিকেট ১৭টি, চায়না সার্টিফিকেট ১৩০টি, কোরিয়ান সার্টিফিকেট ৬৪ টি ইস্যু করা হয়েছে।

শাখা কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শহর এবং জেলা। এক সময় মসলিন ও পাটের জন্য পরিচিত ছিল এই জেলা। বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। বিশেষ করে নিটওয়্যার শিল্পের জন্য । এখানে দেশের প্রায় অর্ধেক নিটওয়্যার কারখানা অবস্থিত। এই অঞ্চলের নিটওয়্যার শিল্প দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। একে "প্রাচ্যের ড্যান্ডি" নামেও ডাকা হয়। নারায়ণগঞ্জে একটি ইপিজেড ও বিসিক শিল্পনগরী রয়েছে।

এই অঞ্চলের রপ্তানিকারকদের সুবিধা প্রদানের জন্য নারায়ণগঞ্জ একটি শাখা অফিস খোলা হয়েছে ২০০১ সালে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

১. তৈরী পোশাক রপ্তানির বিপরীতে জাপান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, রাশিয়া ও নিউজিল্যান্ডে সর্বমোট ৭৬১০টি জিএসপি সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যু করা হয়।

২. তৈরী পোশাক রপ্তানির বিপরীতে কেপিটি সিও ৩২৪৩টি, ইন্ডিয়া সাফটা সিও ৫০৭১, চায়না সিও ৫৫৩টি এবং চিলি সিও ১৫১২টি অর্থাৎ সর্বমোট ১০৩৭৯টি সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যু করা হয়।

৩. নন-টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ইন্ডিয়া সাফটা সিও ৪৫২টি, কোরিয়া সিও ০৩টি, পাকিস্তান সাপটা সিও ০৩টি, আপটা সিও ১১টি অর্থাৎ সর্বমোট ৪৬৯টি সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যু করা হয়।

৪. ৬৩৫৯ সেট সাফটা সিও, ৩৯৫০ সেট কোরিয়া সিও, ১৫৬৩ সেট চিলি সিও, ৫৯৩ সেট চায়না সিও, ৫ সেট সাপটা সিও এবং ১০ সেট আপটা সিও ফরম বিক্রয় করা হয়েছে।

৫. উক্ত কার্যালয় হতে ১৩৩টি তৈরী পোশাক কারখানার নিবন্ধন সনদ হালনাগাদ নবায়ন করা হয়।

৬. ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে উক্ত কার্যালয় হতে বিভিন্ন ধরণের সনদ জারীর সংখ্যা নিম্নরূপঃ-

৭. ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রপ্তানির বিপরীতে নন-টেক্সটাইল পণ্যের সিও ইস্যুর বিবরন নিম্নরূপঃ-

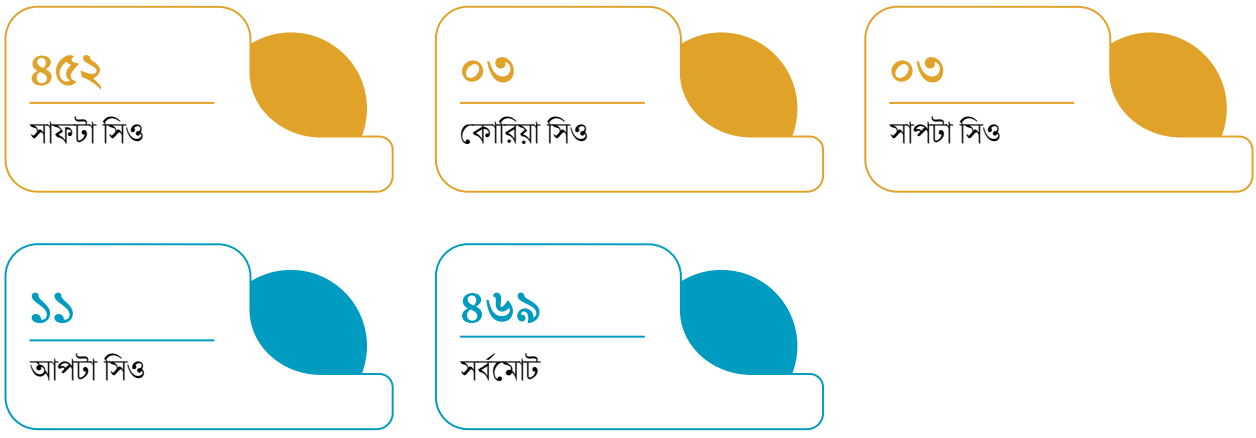

ফটো গ্যালারি

01-Jan-25
Opening Ceremony of DITF-2025

01-Jan-25
Opening Ceremony of DITF-2025

03-Sept-24
Market Opportunities and Challenges of Handicraft Sector

06-Oct-24
Meeting with JETRO

01-Jan-25
Meeting with CCs and Joint Chamber

01-Jan-25
Meeting with HK Trad

03-Sept-24
Meeting with Iran Ambassador

06-Oct-24
Meeting with Sri Lanka HC

09-Feb-25
Meeting with Japanese Delegation

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
টিসিবি ভবন
১, কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ

www.epb.gov.bd
/@exportpromotionbureau8411
/epb.gov.bd
/company/export-promotion-bureau
/epbbangladesh